ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 September, 2023 ■ আগরতলা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৩ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জি-২০ শিখর সম্মেলনে প্রারম্ভিক ভাষণে

একবিংশ শতাব্দি বিশ্বকে নতুন পথ দেখানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩(পিআইবি) ঃ আজ সকলরকম আনুষ্ঠানিকতার পূর্বে মাত্র কিছুক্ষণ আগে মরক্কো-য় ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আহতরা প্রত্যেকেই দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই মর্মে প্রার্থনা জানাই আমরা সকলেই। মরক্কো-এর এই কঠিন সময়ে সমগ্র বিশ্বই রয়েছে ঐ দেশের পাশে। সম্ভাব্য সকলরকম সহযোগিতা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সর্বতোভাবে প্রস্তুত।

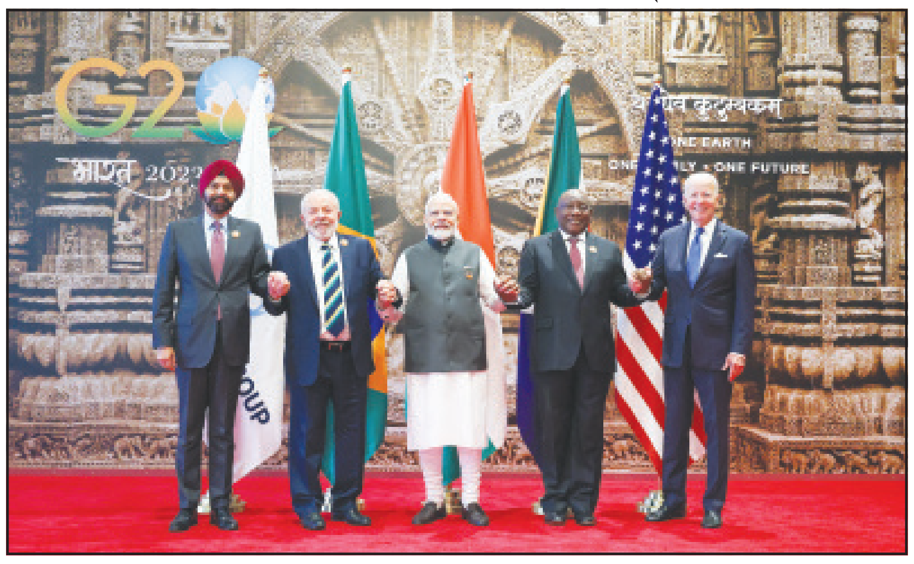

জি-২০-র সভাপতি হিসেবে ভারতের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

আমরা আজ যে স্থানটিতে সমবেত হয়েছি, তার মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের সুপ্রাচীন একটি স্তম্ভবিশেষ। ঐ স্তম্ভে খোদিত রয়েছে প্রাকৃত ভাষায় এই শব্দগুলি: এর অর্থ হল — মানবজাতির সুখ ও কল্যাণ সর্বদাই নিশ্চিত করা উচিত।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভারত এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল সকল বিশ্বজনের কাছে। ঐ বার্তাটি স্মরণ করে আসুন আমরা জি-২০ সম্মেলন শুরু করি।

একবিংশ শতক হল এমন একটি বিশেষ সময়কাল যা সমগ্র বিশ্বকে এক নতুন দিশা দেখাতে পারে। এটি হল এমনই একটি সময় যখন আপনাদের সকলের পুরনো যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার নতুন সমাধানসূত্র বের করা সম্ভব। আমাদের সকলের মিলিত আলোচনার সূত্র ধরেই সেই সমাধানসূত্র আমরা খুঁজে বের করতে পারি। সুতরাং, মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের অবশ্যই সকলরকম দায়িত্ব গ্রহণ করে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

কোভিড-১৯ পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে আস্থার সঙ্কট। সংঘাত ও সংঘর্ষ আস্থার এই সঙ্কটকে আরও গুরুতর করে তুলেছে।

তবে, আমরা যেভাবে কোভিড জয় করেছি, ঠিক সেইভাবেই পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকেও আমরা বেরিয়ে আসতে পারি।

আজ জি-২০-র সভাপতি রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান জানিয়েছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং আমাদের সর্বপ্রথম কাজটিই হল বিশ্বজুড়ে যে অনাস্থার বাতাবরণ চলছে তাকে সার্বজনীন আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের বাতাবরণে রূপান্তরিত করা।

এখন হল এমনই একটি সময় যখন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস' অর্থাৎ, সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলের বিশ্বাস ও প্রচেষ্টাকে সম্বল করে সকলের কল্যাণ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জি-২০ সম্মেলনে বিশেষ বার্তা

ইন্ডিয়া নয় 'ভারত' লেখা প্লেট

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের নাম নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা ও বিতর্ক জারি রয়েছেই। তার মধ্যেই জি-২০ সম্মেলনে দেশের নাম হিসেবে বিশ্ব নেতাদের সামনে 'ভারত' উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে ভারত লেখা প্লেট দেখা গিয়েছে।

ভারতের পৌরহিত্যে শনিবার দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে শুরু হয়েছে জি-২০ শিখর সম্মেলন। এই সম্মেলনে জি-২০ সদস্যভুক্ত দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনেই ইন্ডিয়ার পরিবর্তে মোদীর সামনে রাখা ছিল ভারত লেখা প্লেট।

সাংবাদিক সম্মেলনে আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে দুই নেতার মধ্যে কথা হয়নি

মনির হোসেন

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৯।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে শুক্রবারের দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের বিষয়টি স্থান পায়নি বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে মোমেন দুই প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে ব্রিফিংকালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মোমেন।

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন এবং ইন্দো-প্যাসিফিক ইস্যু নিয়ে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি। তবে নির্বাচন প্রসঙ্গে মোমেন বলেন, বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলে কেউ অস্থিতিশীলতা চায় না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ২০০১ সালের পর সেই খারাপ সময়ে ফিরে যেতে চায় না যখন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেছিল, সারাদেশে বোমাবর্ষণ করেছিল,২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করেছিল এবং আদালত কক্ষে বোমা বিস্ফোরণ করেছিল। তবে প্রতিবেশী দুই দেশের দুই সরকার প্রধানের শীর্ষ পর্যায়ে নির্বাচনের বিষয়টি এসেছে কি না, তা তিনি জানেন না বলে জানান।

আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর জনগণের আস্থা রয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে দেশের সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা খুশি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কেউ কারচুপির চেষ্টা করলে জনগণ প্রতিহত করবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য বিএনপির দাবির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের সংবিধানে নেই এবং এটা কোনো আলোচনার বিষয় নয়। এ ধরনের আইনগতভাবে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে কোনোভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন একটি নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য ও সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত করতে সবাইকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত ঋষ্যমুখের রিয়াংপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়, ৯ সেপ্টেম্বর।। ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু গিরিবাসীর অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই এমনই একটি গ্রামের কথা বলছি ঋষ্যমুখ ব্লকের উপজাতি অধ্যুসিত একটি গ্রাম,গ্রামের নাম রিয়াং পাড়া ,উত্তর সোনাইছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তগত এই জনপদ, দীর্ঘ বছর ধরে এই গ্রামে উন্নয়নের আঁচর লাগে নি,বাম জমানায় তো দূরের কথা বর্তমান সরকারের প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যেও এই গ্রামের উন্নয়নের তেমন কোনো চিত্র দেখতে পাওয়া যায়নি রিয়াং পাড়ায় এই পাড়ায় প্রায় ত্রিশ পরিবারের লোকের বসবাস জনসংখ্যা প্রায় শতাধিকের উপর ,জাতি জনজাতি মিশ্রিত এই জনপদে মানুষ নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছে ,উত্তর সোনাইছরি সালেফা খামার থেকে একটু এগিয়ে গেলে এই জনপদ পাওয়া যাবে। এই পাড়ায় যেতে যোগাযোগের জন্য একটি রাস্তা থাকলেও তাও বেহাল, গ্রামের প্রবেশমুখে একটি ব্রেইলি ব্রীজ থাকলেও তাও ভগ্নদশা, কোনো সংস্কার নেই। ব্রীজটি এমন অবস্থায় দাড়িয়েছে যে কোনো সময় বড় ধরনের বিপদের সম্ভবনা রয়েছে ,অথচ এই ভগ্নদশা ব্রীজটির উপর দিয়ে ছোট ছোট শিশু সহ গ্রামের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণেশ পূজার হাতে গোনা আর কয়েকদিন বাকি। তাই মূর্তিপাড়ায় চলছে চরম ব্যস্ততা। ছবি- নিজস্ব।

কুয়ো থেকে যুবকের মৃত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। শনিবার সকালে ফটিক রায়ের নিউ রাজনগর এলাকায় একটি কুয়া থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় কুয়া থেকে উদ্ধার হয়েছে এক যুবকের মৃতদেহ। ঘটনা শনিবার সকালে ফটিকরায় নিউ রাজনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাস্তার পাশে একটি কুয়া থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম গণেশ দাস। বয়স ৩০ বছর।শনিবার সকালবেলা মৃতদেহটি কুয়ার জলে ভাসতে দেখে এলাকাবাসী খবর দেয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মরক্কোয় ভূমিকম্পে প্রধানমন্ত্রী শোক

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩(পিআইবি): প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মরক্কোয় ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মোদী বলেন, সঙ্কটের এই মুহূর্তে মরক্কোকে সবধরনের সহায়তা দিতে ভারত প্রস্তুত।

এক্স পোস্টের এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "মরক্কোয় ভূমিকম্পের কারণে প্রাণহানির ঘটনায় আমি মর্মাহত। সঙ্কটের এই মুহূর্তে আমি মরক্কোবাসীর প্রতি সহানুভূতিশীল। স্বজনহারাদের সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। সঙ্কটের এই মুহূর্তে মরক্কোকে সবধরনের সহায়তা দিতে ভারত প্রস্তুত"।

কানাডাতে বিশ্ব পুলিশ গেমসে স্বর্ণপদক পেল রাজ্যের মধুমিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।।একাগ্রতা আর কোন কিছু করার মানসিকতা থাকলে যেকোনো বাধাকে হেলায় তুচ্ছ করে এগিয়ে চলা যায় অভীষ্ট লক্ষ্যে। এমনটা প্রমাণিত হলো খোয়াই জেলার কল্যাণপুরের দক্ষিণ দুর্গাপুর রতিয়া গ্রামে। রতিয়া গ্রামের মেয়ে মধুমিতা দেবের হাত ধরে গোটা রাজ্য তথা দেশ গর্ব করার মতো রসদ হাতে পেয়েছে। কানাডাতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড পুলিশ গেম ২০২৩ প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে কল্যাণপুরের মধুমিতার ঝুলিতে একটা স্বর্ণপদক, দুটা সিলভার সহ একটা ব্রোঞ্জ পদক। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা বিশেষ করে অ্যাথলেটিক্সে বিশেষ আগ্রহী মধুমিতা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ছাত্রী ছিল। এরপর ২০১৮ সালে খেলো ইন্ডিয়া স্কিমের আওতায় বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে একের পর এক সফলতা নিজের ঝুলিতে নিতে থাকে মধুমিতা। এরই মধ্যে ২০১৮ সালে খেলাধুলায় অনুপ্রেরণাকারী বাবাকে হারিয়েছে মধুমিতা, তারপরেও দমে যায়নি সে। নিজের একাগ্রতা, ইচ্ছা শক্তি আর কিছু করে দেখানোর মানসিকতায় ভর করে দিনের পর দিন কঠিন থেকে কঠিনতর অনুশীলন চালিয়ে যেতে থাকে। এরই মধ্যে সিআইএসএফে হেড কনস্টেবল হিসেবে নিযুক্তি পায় মধুমিতা। এবার ওয়ার্ল্ড পুলিশ গেমসে ভারতের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কানাডাতে চার চারটা পদক দখল করেছে কল্যাণপুরের গর্ব মধুমিতা। গোটা বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের সাথে কথা বলার সময় যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ী মধুমিতা দাবি করেছে এখানেই সে থেমে থাকতে নারাজ, আগামী দিনে কমনওয়েলথ সহ এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখছে মধুমিতা। ভাবতে অবাক লাগে, মধুমিতা এমন একটা জায়গা থেকে উঠে এসেছে যেখানে যোগাযোগের সমস্যা থেকে শুরু করে অনেক সমস্যা ছিল, যদিও বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ৩২৭ ◘ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ◘ ২৩ ভাদ্র ◘ রবিবার ◘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সুরক্ষিত সংখ্যালঘুরা

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার।

সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে।'প্রায় ৯ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর

হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

বারাসতে বাচ্চাদের মধ্যে ঝগড়া থামাতে গিয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধের, গ্রেফতার অভিযুক্ত

বারাসত, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাচ্চাদের বচসা থামাতে গিয়ে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধের। শনিবার দুপুরের এই ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বারাসতের বিজয় নগর এলাকায়। পাড়ারই এক যুবকের বিরুদ্ধে বৃদ্ধকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, শনিবার বারাসত ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয় নগরের বাণীকণ্ঠ নগর সি ব্লকে গুলি খেলছিল পাড়ারই বাচ্চারা। গুলি কেড়ে নেওয়া ঘিরে দুই বাচ্চার মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে এক শিশুর কপাল কেটে যায়। এরপরই বাচ্চাদের পরিবারের সদস্যরা অশান্তিতে জড়িয়ে পড়েন। একটি বাচ্চার দাদু পানু মণ্ডল অশান্তি থামাতে গেলেই বিপত্তি বাঁধে।

বাড়ির বড়দের মধ্যে অশান্তি বাঁধে। কথা কাটাকাটি পৌঁছে যায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ বাপ্পা সর্দার নামে এক যুবক ওই এলাকারই বাসিন্দা পানু মণ্ডলকে মারধর করতে শুরু করে। পরপর ঘুঁষি মারে তাঁকে। আর সেই মারধরের পরেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের।

স্থানীয় বাসিন্দারা পানু মণ্ডলকে উদ্ধার করে ভ্যানে চাপিয়ে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বারাসত হাসপাতালে পানু মণ্ডলকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এর পরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বারাসাত থানার পুলিশ অভিযুক্ত বাপ্পা সর্দারকে গ্রেফতার করেছে।

করিমগঞ্জের চুড়াইবাড়িতে উদ্ধার ৪০ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা, আটক তিন, বাজেয়াপ্ত ট্রাক

বাজারিছড়া (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এক সপ্তাহের মাথায় ফের ত্রিপুরা থেকে অভিনব কৌশলে নিষিদ্ধ গাঁজা পাচার করার পথে অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি চেক গেটে একটি ১২ চাকার লরি থেকে ৪০ লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে অসম পুলিশ। গাঁজা পাচারের অভিযোগে পুলিশ আটক করেছে তিন জনকে।চুড়াইবাড়ি (অসম) পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোরে আন্তঃরাজ্য সীমান্তের এপারে নাকা পয়েন্ট গড়েন তাঁরা। এক সময় ত্রিপুরা থেকে টিআর ০১ এএস ১৮১১ নম্বরের খালি লরি আসে। তার গতিরোধ করে তাতে তল্লাশি করে অভিনব কৌশলে তৈরি গোপন চেম্বার থেকে ৬৬ প্যাকেটে চার কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করেছেন তাঁরা। কালোবাজারে এগুলির মূল্য ৪০ লক্ষ টাকার বেশি হবে।পুলিশ অফিসার জানান, গাঁজা পাচারে জড়িত অভিযোগে লরির চালক সহ আরও দুজনকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের ত্রিপুরার বাসিন্দা প্রদীপ বিশ্বাস, মিন্টু চৌধুরী এবং সুজিতকুমার নাথ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলেও জানান পুলিশ অফিসার প্রণব মিলি।

বৈশ্বিক জলবায়ুর ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা

হাসান মোল্লা

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা ন্যাশনাল ওশনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফোরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নোয়া) জানিয়েছে, বর্তমানে পৃথিবীর সমুদ্রগুলোর গড় তাপমাত্রা ২০ দশমিক ৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে অন্তত ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি।

বৈশ্বিক জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় সমুদ্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সাগর- মহাসাগর- উপসাগরগুলো একদিকে বাতাস থেকে তাপ ও কার্বনডাই অক্সাইডসহ উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণ করে তাপমাত্রার ভারসাম্য রাখে অন্যদিকে বায়ুমন্ডলে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেনেরও জোগান দেয়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মোট অক্সিজেনের অর্ধেকই আসে সমুদ্র থেকে। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে বাতাস থকে সাগর- মহাসাগর- উপসাগরগুলোর তাপ ও গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণের ক্ষমতা হ্রাস পাবে। ফলে তাপ বিকিরণে বাধা দেয় এমন বিভিন্ন গ্যাসের উপস্থিতি বাড়বে বায়ুমন্ডলে যা ধীরে ধীরে বিশ্বের সার্বিক তাপমাত্রাকে অসহনীয় মাত্রার দিকে নিয়ে যাবে। কেবল তাই নয়, বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি পৃথিবীর দুই মেরু ও শীতপ্রধান অঞ্চলগুলোর হিমবাহ ও জমাট বরফের স্তর দ্রম্নত গতিতে গলিয়ে ফেলতে সক্ষম। যদি এমন ঘটে হালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে এবং পানির নিচে তলিয়ে যাবে পৃথিবীর বহু এলাকা।

এছাড়া অপেক্ষাকৃত গরম সমুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী ও বাস্তুসংস্থানের জন্যও বড় হুমকি। কারণ, সমুদ্রের পানি ও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উষ্ণ হলে তা অনেক মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রজননের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দেখা দেবে যা সমুদ্রের খাদ্যচক্রের শীর্ষে থাকা তিমি ও হাঙরের জন্য সৃষ্টি করবে খাদ্যসংকট। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা? বৃদ্ধির অর্থ হলো সেখানকার বাস্তুসংস্থান ও খাদ্যচক্র তছনছ হয়ে যাওয়া। ন্যাশনাল ওশোনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফোরিক অ্যাডমিনিস্টেশনের কর্মকর্তা ও মার্কিন জলবায়ুবিদ ডক্টর ক্যাথরিন লিসেনস্কি বিবিসিকে বলেন, "উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রের কথা যদি বাদও দেওয়া যায় কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাগর-মহাসগারের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বর্তমানে এতটাই বেশি যে, আপনি ঝাঁপ দিলে মনে হবে আরামদায়ক একটি উষ্ণ বাথটাবের পানিতে আপনি স্নান করছেন," কিন্তু মানুষের জন্য আরামদায়ক হলেও সামুদ্রিক প্রাণীদের জন্য এই তাপমাত্রা রীতিমতো বিপর্যয়কর। ফ্লোরিডার আটলান্টিক উপকূলের অগভীর পানিতে একসময় সুবিশাল প্রবাল প্রাচীর ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে অধিকাংশ প্রবাল ধ্বংস হয়ে গেছে কেবল সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপ বৃদ্ধির কারণে।

যুক্তরাজ্যের সমুদ্র গবেষণা কেন্দ্র পেস্নমাউথ মেরিন ল্যাবের কর্মকর্তা ও জলবায়ুবিদ ডক্টর ম্যাট ফ্রস্ট বিবিসিকে বলেন, অতিমাত্রা জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস করার কারণে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। তিনি আরও জানান, এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দূষণ ও অতিরিক্ত মাত্রায় মৎস্য আহরণ সমুদ্রের খাদ্যচক্রকে আরও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলেছে।

দেশজুড়ে তীব্র গরমে জনজীবন বিপর্যস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি।। মৌসুমি বায়ুর বিস্তার না ঘটায় দেশের ওপর দিয়ে অব্যাহতভাবে বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ। সাত দিন ধরে প্রচণ্ড গরমে পুড়ছে দেশের বিভিন্ন এলাকা। বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই। মে মাসের শেষভাগ থেকে শুরু হওয়া এই তাপপ্রবাহ আগামী পাঁচ থেকে ছয় দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এদিকে, রোববার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছে রাজশাহীতে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর রাজধানী ঢাকায় রেকর্ড করা হয়েছে ৩৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাজধানীসহ সারা দেশে গত এক সপ্তাহ ধরে জ্যৈষ্ঠের দহনে পুড়ছে দেশের মানুষ। দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে জনজীবন। প্রচণ্ড গরমে দেশের প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষের অবস্থা শোচনীয়। এতে বাড়ছে গরমজনিত বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি। ধনী লোকেরা এসি ঘরে থাকলেও নিম্ন শ্রেণি থেকে প্রান্তিক লোকজন একটু ছায়া পেতে চান। কিন্তু শহরে বড় গাছপালা না থাকায় ছায়াও মিলছে না। প্রখর সূর্যতাপে কাবু মানুষ, তারপরও জীবন-জীবিকার তাগিদে নামতে হচ্ছে রাস্তায়।

রাজধানীর মহাখালী এলাকায় কথা হয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ আয় করা বেশ কয়েকজন রিকশাওয়ালার সঙ্গে। তারা জানান, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তাদের শরীরের ঘাম শুকায় না। কিন্তু গরমকালে তাদের ভোগান্তি হয় অনেক বেশি। গত কয়েকদিন ধরে প্রখর রোদ পড়ছে। অতিরিক্ত গরমে তাদের অবস্থা খারাপ যাচ্ছে। রিকশা চালাতেও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সংসার চালাতে গিয়ে রোদের তাপ উপেক্ষা করেই বের হতে হয়।

সাতরাস্তা এলাকার বাসিন্দা নাজমুল ইসলাম বলেন, 'গরমে ঘরের ভেতর টেকা যায় না। বাইরে এলেও তাপে চামড়া পুড়ে যায়। দিন-রাত ফ্যান চালু রেখেও গরম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়েছে। সব জায়গায় খাঁ-খাঁ রোদ। ঘরে-বাইরে কোথাও স্বস্তি নেই।'

অন্যদিকে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া অসময়ে খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দায়ী। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাম্প্রতিককালে কমে গেছে ঝড়-বৃষ্টির হার। বছরের বেশিরভাগ সময়ই উত্তপ্ত থাকছে মাটি। বইছে তীব্র দাবদাহ। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই তাপপ্রবাহ থেকে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার শঙ্কাও জোরালো হচ্ছে।

অতিরিক্ত তাপপ্রবাহে এরই মধ্যে বিপর্যস্ত হয়েছে আফ্রিকার অনেক দেশ। প্রতিবেশী দেশ ভারতের কিছু রাজ্যেও এ সংকট চলমান। আর এরকম কিছু যে বাংলাদেশেও হবে না সেটা বলা যায় না। তাই সচেতনতার পাশাপাশি তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞরা চলমান তাপপ্রবাহের তিন কারণ দেখছেন। এর একটি সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় মোখা। আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'সাইক্লোন মোখার কারণে বৃষ্টিপাত কম হচ্ছিল। ফলে ভারত-বাংলাদেশে তাপমাত্রা বেশি। মোখার সময় এই পুরো বেল্ট ওভারহিটেড হয়ে যায়। এটা একটা কারণ।'

তিনি জানান, মোখার প্রভাবে এখনো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহারে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বিরাজ করছে। আর তা থেকে লু হাওয়া বইছে বাংলাদেশের দিকে। বজ্রঝড় কমে যাওয়াও তাপপ্রবাহের অন্যতম কারণ। বৃষ্টিপাত না হলে গরমের তীব্রতা কমার সম্ভাবনা কম বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বৃষ্টি কম হওয়ায় মাটির নিচের পানিস্তর ধীরে ধীরে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে কম গভীরতার নলকূপে পানি উঠছে না। এর মধ্যে আবার বাড়ছে ডায়রিয়ার আশঙ্কা। সব মিলিয়ে জনজীবন শঙ্কাময় সময় কাটাচ্ছে।

তীব্র গরমের মধ্যে আরেক ভোগান্তি যানজট। এই সংকটের কারণে রাজধানীর মানুষ নাকাল। রোববার রাজধানীর বিজয়নগর, মৎস্য ভবন ও পল্টন থেকে সদরঘাট পর্যন্ত তীব্র যানজট দেখা গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসে বসে থেকে অপেক্ষা করতে করতে মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারা হাঁটতে শুরু করেন। মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য, পায়ের নিচে উনুনের তাপ- মানুষকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। তারপরও এ শহরের ভোগান্তি কাঁধে নিয়ে রাস্তায় নামতে হচ্ছে অফিস ও ঘরমুখো মানুষকে।

এর মধ্যে আবহাওয়ার সবশেষ পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দেশের ওপর দিয়ে বয়ে চলা তাপপ্রবাহ আগামী পাঁচ থেকে ছয় দিন অব্যাহত থাকতে পারে। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাপপ্রবাহের সৃষ্টি হয় বাতাস আটকে যাওয়ার (ট্র্যাপড এয়ার) কারণে। কোনো অঞ্চলে বাতাস আটকে গেলে সূর্য তাপে সে বাতাস আরও গরম হতে থাকে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলের উচ্চ চাপের বাতাস সে অঞ্চলেই আটকে গিয়ে গরম হয়ে যায়। দেখা যায় গরম থেকে বাঁচার জন্য শহরাঞ্চলে এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেম ব্যবহার করে আরাম অনুভব করে। ঘরের ভেতরে এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম তাপমাত্রাকে নিচে নামিয়ে রাখলেও কুলিং মেশিন বাইরের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়।

রোববার সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তর আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে দেশের ৪৪টি স্টেশনের আবহাওয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে জানিয়েছে, এসব স্টেশনের মধ্যে ৩১টিতেই মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে চলেছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজশাহী, নওগাঁ, নীলফামারী ও দিনাজপুর জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল বিভাগসহ রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অবশিষ্টাংশ এবং মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও নোয়াখালী জেলার ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এই তাপপ্রবাহ আরও চলতে পারে। এছাড়া দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক বলেন, 'আগামী পাঁচ থেকে ছয় দিন এমন মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ থাকতে পারে। বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকার জন্য গরমের অনুভূতিও বেশি হতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'এখন মৌসুমি বায়ু আসার সময়। সাধারণত ৩১ মের মধ্যে এটি উপকূলের টেকনাফ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর তা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এবার আসতে দেরি হচ্ছে। তবে এবারই যে এমন হচ্ছে তা নয়। গত বছর ২৩ জুন থেকে মৌসুমি বায়ু বিস্তার লাভ করে। এর আগের বছর ছিল ১৪ জুন। ২০১৫ সালের পর থেকে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর মৌসুমি বায়ু বিস্তার লাভ করছে।'

আবহাওয়ার বার্তা অনুযায়ী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দুই-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

ওপেনহাইমার এবং সেই মা

বিশেষ প্রতিনিধি।। পর্দায় আলবার্ট আইনস্টাইন তখন জে রবার্ট ওপেনহাইমারকে বলছেন, "তোমাকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়ার পর ওরা তোমাকে স্যামন স্যান্ডুইচ খাওয়াবে, বড় বড় কথা বলবে, তোমাকে মেডেল দেবে, তোমার পিঠ চাপড়ে বলবে, সব ক্ষমা করে দিয়েছে, কিন্তু মনে রেখো, সব ওরা করবে নিজেদের জন্য, তোমার কথা ভেবে নয়।" আর পর্দায় একের পর এক ফুটে উঠছে, বিশ্বাসঘাতকের তকমা পাওয়া-সিকিয়োরিটি ক্লিয়ারেন্স হারানো-লাঞ্ছনা-অন্ধকারের পর ওপেনহাইমার পুরস্কৃত হচ্ছেন, ফিরে পাচ্ছেন সম্মান, পিঠে হাত, হাতে হাত।

সেই সঙ্গেই কেন বার বার মনে রেখে দিচ্ছি এই সংলাপও? "ওপেনহাইমার দেখতে এসেছি, ইংরেজি ছবি, ফিজিক্স, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইংরেজি, এ সব কি আমি বুঝি? কিন্তু মেয়ে বলল দেখবে, ওর বাবা এখানে নেই, তাই আমাকে আসতে হল।" ফিল্ম শুরুর আগে মোবাইল কানে নিজের মতো কথা বলে চলেছেন যখন সকলে, পাশ থেকে কথাগুলো কানে এল।

উঁকি মেরে দেখে নিলাম, মা-কে। কিশোরী কন্যা। মা আটপৌরে নন (প্রেক্ষাগৃহে মহিলাদের সংখ্যা দৃশ্যত অকিঞ্চিতর হলেও মেয়ে-মা জুটি চোখে পড়েছিল জনা চারেক, তাঁদের এক জন এসেছিলেন একেবারেই আটপৌরে পোশাকে)। কেন বলতে হল, "ইংরেজি ছবি, ফিজিক্স, আমি কি বুঝি?" আলাপ নেই, তার উপর ছবি শেষে হল স্তব্ধ। কী ভাববেন, এই দ্বিধা কাটিয়ে আর জিজ্ঞাসা করা হল না যে, কেমন লাগল ইংরেজি ছবিটি? কেমন লাগল মহামৃত্যুর কারিগর বিজ্ঞানীর দোলাচল, কেমন লাগল এক বিজ্ঞানীকে কাঠগড়ায় তোলা? কেমন লাগল রসায়ন পড়ে আসা মেয়েটির ম্যানহাটন প্রোজেক্টে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আধা দৃশ্য, আবেগপাগল কমিউনিস্ট মেয়ের প্রেম, দূরে ঠেলে দেওয়া এবং আত্মহত্যা, যেখানে পাপবোধে ভোগা বিজ্ঞানীকে স্ত্রী বলছেন, "ভুল করবে, আর প্রত্যাশা করবে তার জন্য অন্যরা তোমাকে দয়া দেখাবে, তা তো হয় না।" কেমন লাগল বিজ্ঞানীর বিশ্বাসঘাতকতা স্ত্রীর প্রতি, পুত্রের একটানা কেঁদে যাওয়া, ক্লান্ত স্ত্রী আর পৃথিবীকে ওলটপালট করে দেওয়া ক্ষমতার উল্লাস। পুরুষ এবং মহিলাদের। কেমনই বা লাগছিল যখন তরুণ ওপেনহাইমার ধ্বস্ত হচ্ছিলেন মস্তিষ্ক আর মননে, এক অন্য ব্রহ্মাণ্ডের হাতছানিতে।

মনে পড়ল বন্ধু সোনালিকে, অঙ্কে যে ছিল দীপ্ত, ক্যানসারে চলে গিয়েছে অকালেই।

তারারা কি মরে যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে যখন ওপেনহাইমার বলছেন, "হ্যাঁ, যদি তারা মরে যায়, তারা ঠান্ডা হয়ে যায়, তার পর মরে যায়। যত বড় তারা, তত ভয়ঙ্কর তার মৃত্যু। তাদের অভিকর্ষের তীব্রতা এতই যে সব গ্রাস করে নেয়।" ...মনে এলেন উষাদি, যিনি প্রাথমিক বিভাগে শিখিয়েছেন বছরের পর বছর, সব ছাত্রীকে, অ্যালবামের কালো পাতার উপরে রুপোলি কাগজ কেটে কী ভাবে তারা তৈরি করতে হয়, কী ভাবে তৈরি করতে হয় কালপুরুষ, লুব্ধক, সপ্তর্ষিমণ্ডল। খাতা ভরে। কেন মায়েরাই যুগ যুগ ধরে বলে চলেন সন্তানকে, "মরে গেলেও থাকব, তারা হয়ে, আকাশে দেখবি নতুন তারা!" মনে পড়ল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার সেই মেয়েটিকে, নাবালিকা মেয়ে, স্কুলে আর যার পড়া হয়নি। একরাশ লোকের মধ্যে বসে আড়াল খোঁজার চেষ্টায় যে বলেছিল, "দিদি, আমার অঙ্ক করতে খুব ভাল লাগে।" তার বিয়ে ঠিকই করে ফেলেছিল মা, নাবালিকা মেয়েটি চলে গিয়েছিল সটান ওসির কাছে, বিয়ে সে যাত্রা ঠেকানো যায়। পুলিশ ডেকে পাঠায় মা-বাবাকে। হইহই ফেলে দেওয়া সেই খবর স্তিমিত হওয়ার বেশ কিছু পরে মেয়েটির বিয়ে হয় নাবালিকা বয়সেই, সন্তান হয়। স্কুলে গিয়ে প্রথাগত পড়াশোনা তার আর হয়নি। তখনই তার সঙ্গে দেখা। প্রথম আলাপেই সে বলেছিল, "দিদি আমার অঙ্ক করতে ভাল লাগে।" অস্বীকার করব না, অবাক হয়েছিলাম। চেনা বৃত্তে এমন চেনা মেয়ে-মুখ বিশেষ ছিল না, যে বলতে পারে অঙ্ক করতে ভাল লাগে। মেয়ে মানে দরজা "পুশ" লেখা থাকলে "পুল" করবে, "পুল" লেখা থাকলে করবে "পুশ"! ফর্ম নিজে ভরতে পারবে না, কোনও পুরুষের দরকার হবে। ভাষায় দখল থাকতে পারে, প্রাণিবিজ্ঞান পড়তে পারে, সংসারের হিসাব মানসাঙ্কে চটপট করতে পারবে, তাই বলে অঙ্কে মাথা থাকবে না, বা মাথা না ঘামানোই ভাল বলে মনে করা হবে। মেয়েদের বিজ্ঞানী ভাবতে অসুবিধা হয় এখনও, যেমন সাহিত্যিক ভাবতেও। গল্প-টল্প লেখা, কবিতা-টবিতা লেখা ওই আর কী। মনে পড়ছে, (সমাজমাধ্যমে সুনন্দিনী শুক্লার লেখা) এথনোম্যাথমেটিকস পড়াতে এসে অধ্যাপক ক্লদিয়া জাসলাভস্কির একটি ক্লাসের কাহিনি। ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান-এ ১৬৮টা খাঁজকাটা দাগের একটি হাড়ের টুকরো দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেটি কী? জানিয়েছিলেন, খাঁজ কেটে সেখানে চান্দ্রমাসের হিসাব করা হয়েছে। ৬ মাসের হিসাব। এক ছাত্র বলেছিল, "ওহ! তা হলে এ হল আদিপুরুষের ক্যালেন্ডার তৈরির প্রথম চেষ্টা!" ক্লদিয়া বলেছিলেন, "কী করে বুঝলে এটা পুরুষের তৈরি? প্রতি মাসে ২৮ দিনের হিসাব রাখার প্রয়োজন কোন পুরুষের পড়ে? সম্ভবত কোনও মেয়ে হাড়ের টুকরোয় দাগ কেটে নিজের ঋতুচক্রের হিসাব রাখার চেষ্টা করেছিলেন।"

এক বার সংবাদকক্ষে এক জন একটি গল্প বলেছিল। গল্পটা হল, এক বাবা এবং তাঁর ছেলে যাচ্ছিল বেড়াতে। পথে দুর্ঘটনা। বাবা মারা গেলেন। ছেলেটির অবস্থা খারাপ। নিয়ে যাওয়া হল অপারেশন থিয়েটারে। সার্জন দেখে বললেন, "আমি অস্ত্রোপচার করতে পারব না, এ তো আমার ছেলে।" বাবা তো মারাই গিয়েছেন, তা হলে কী করে এ সার্জনের ছেলে হল? প্রশ্ন শুনে শ্রোতারা উত্তর হাতড়াল, কেউ বলল সতবাবা, কেউ বলল, ছেলেটির পালক পিতা মারা গিয়েছেন, আসলে সার্জনই তার জন্মদাতা পিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রোতাদের মধ্যে মেয়েরাও ছিল, কিন্তু কেউই ঠিক উত্তর দিতে পারেনি। শেষে প্রশ্নকর্তা মেয়েটি খুব হতাশ হয়ে বলেছিল, "তোমরা কেউ বলতে পারলে না, সার্জন তো ছেলেটির মা।" সন্দেহ নেই, এখনকার দুনিয়ায় অনেকেই ভাববেন, এ আবার প্রশ্ন না কি, বোঝাই তো যাচ্ছে মা সার্জন। কিন্তু নাহ! হার্ভার্ড এবং ইয়েল ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ব বিভাগের চার গবেষকের সমীক্ষা-নিবন্ধ জানাচ্ছে, সত্তরের দশকে আমেরিকার টিভি সিরিজ অল ইন দ্য ফ্যামিলি-র সূত্রে জনপ্রিয় হয়েছিল এই "ধাঁধা"। এবং ওই সিরিজ-এর ৫০ বছর পরেও সমীক্ষায় যোগদানকারী আমেরিকানদের ৮০ শতাংশ এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেননি, এবং আমেরিকায় চিকিৎসকদের ৮০ শতাংশই পুরুষ। যেমন ভারতে ২০১৬ সালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ২০১৪-১৫ সালে মেডিক্যাল পড়তে ঢোকা পড়ুয়াদের ৫০ শতাংশ মেয়ে হলেও পিজি-তে তা ছিল এক-তৃতীয়াংশ। আর দেশে তখন অ্যালোপ্যাথিক চিকিতকের মাত্র ১৭ শতাংশ মহিলা। কর্মক্ষেত্র এবং পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরেই কি ডাক্তার হিসেবে প্র্যাকটিস করা থেকে পিছিয়ে আসছেন মহিলারা? প্রশ্ন তোলা হয়েছিল ওই সমীক্ষায়। মাদাম কুরি যখন দ্বিতীয় বার নোবেল পদক গ্রহণ করতে চলেছেন রসায়নে, তার আগেই ফরাসি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি তাঁকে ওই সংস্থায় প্রাপ্য আসন থেকে বঞ্চিত করেছে, তাঁর প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে ফরাসি সংবাদপত্র রসালো এবং আপত্তিকর নিবন্ধে, কটু-কাটব্যে ছয়লাপ, তাঁকে স্টকহোমে যেতে পর্যন্ত বারণ করেছে নোবেল কমিটি, পাছে সুইডেনের রাজবংশের উপস্থিতিসম্পন্ন অনুষ্ঠানের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, স্টকহোমে যেতে বলে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন আইনস্টাইন। কেন মনে থেকে যাচ্ছে ওই সংলাপ "তোমাকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়ার পর ওরা তোমাকে স্যামন স্যান্ডুইচ খাওয়াবে, বড় বড় কথা বলবে, তোমাকে মেডেল দেবে, তোমার পিঠ চাপড়ে বলবে, সব ক্ষমা করে দিয়েছে, কিন্তু মনে রেখো, সব ওরা করবে নিজেদের জন্য, তোমার কথা ভেবে নয়।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পীরগঞ্জ -- ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৯ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, আবহমান বাংলার চিরায়ত বৈশিষ্ট্যই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এই সোনার বাংলায় যেকোন ধর্মীয় উৎসবে হিন্দু -মুসলিম -বৌদ্ধ -খ্রিষ্টানসহ সকলের এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পীরগঞ্জ। তিনি শনিবার নিজ নির্বাচনী এলাকা ২৪ রংপুর-৬ এর অন্তর্গত পীরগঞ্জ উপজেলার খালাশ পীর কালী মন্দির চত্বর প্রাঙ্গণে "জয় মা সৎসঙ্গ" কর্তৃক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় আলোচনা, ভজন কীর্তণ, ও প্রসাদ বিতরন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেন, পীরগঞ্জে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবগুলো যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেজন্য প্রশাসন প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। তিনি বলেন, মা-বোনসহ পরিবারের সকলে মিলে যেন ভাব-গাম্ভীর্য সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে, সেজন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। স্পীকার বলেন, ধর্ম যার উৎসব সবার। তাই সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে উদ্যোগী হতে হবে। এসময় তিনি যেকোন অনুষ্ঠানের পূর্বে তাঁর সাথে যোগাযোগ করলে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পীরগঞ্জ উপজেলার খালাশ পীর কালী মন্দিরের সভাপতি দুলাল সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ৫নং মদনখালি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সেলিম মন্ডল, ৫নং মদনখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মঞ্জু, স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ, হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভক্তবৃন্দ, বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে বিক্রম, ছবি তুলে জানাল চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডার

বেঙ্গালুরু, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাত ঘনিয়ে এসেছে। চাঁদের মাটিতে ঘুমোচ্ছে বিক্রম। আর সেই ঘুমন্ত ল্যান্ডারের ছবি তুলে ইসরোর বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠাল চন্দ্রযান ২-এর অরবিটার। আশা করা হচ্ছে, ফের একবার সূর্যের আলো বিক্রমের ওপর পড়লে তা কাজ করতে শুরু করবে।
চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে এখন রাত। পূর্বপরিকল্পনা মাফিক এখন চাঁদে ঘুমোচ্ছে চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। আর সেই ঘুমন্ত বিক্রমেরই ছবি তুলে ইসরোর বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠাল চন্দ্রযান ২-এর অরবিটার। এর আগে ইসরো জানিয়েছিল, নিজের মিশনের লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গিয়ে সফল হয়েছে চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। আর এখন তাই শান্তিতে ঘুমোচ্ছে বিক্রম।
এর আগে গত ৪ সেপ্টেম্বর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে ইসরো জানায়, চাঁদের মাটি থেকে শূন্য ওড়ানো হয় বিক্রমকে। চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডারের সঙ্গে থাকা ইঞ্জিনকে চালু করা হয়। এরপর সেই ল্যান্ডারকে প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার উচ্চতায় ওড়ানো হয়। লাফ দিয়ে আগের জায়গায় থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার দূরে সফল ভাবে অবতরণ করে বিক্রম। এই পরীক্ষা সফল হওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিদেশি জাহাজের ধাক্কায় মাঝ সাগরে ডুবল ইলিশ বোঝাই ট্রলার, রক্ষা পেলেন মৎস্যজীবীরা

কাকদ্বীপ, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের মাঝ সাগরে ডুবল ইলিশ বোঝাই ট্রলার। শুক্রবার গভীর রাতে এক বিদেশি জাহাজের ধাক্কায় সাগরে ডুবে গেল ইলিশ বোঝাই ট্রলার। জম্বুদ্বীপ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের এই ঘটনায় বরাতজোরে প্রাণে বাঁচলেন ট্রলারে থাকা ১৬ জন মৎস্যজীবী। ট্রলার ডুবে যাওয়ায় বড়সড় ক্ষতির মুখে ট্রলার মালিক। যদিও পরে ডুবে যাওয়া ট্রলারটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
জানা গিয়েছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর নৈনানের গাজিপুরের ঘাট থেকে ১৬ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে বঙ্গোপসাগরের গভীরে মাছ ধরতে যায় এফবি রাজেশ্বরী নামে একটি ট্রলার। মাছ ধরে ফেরার পথে এই বিপত্তি ঘটে। শুক্রবার রাত আড়াইটে তিনটে নাগাদ জম্বুদ্বীপ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে ট্রলারটিতে ধাক্কা মারে একটি বিদেশি জাহাজ। এরফলে ট্রলারটি ডুবে যায়। দুর্ঘটনার কবলে পরতেই আশ পাশ থেকে অন্যান্য ট্রলারগুলি এগিয়ে এসে কোনও ক্রমে ১৬ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে যায় তাঁরা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রলারে প্রায় ১ টন ইলিশ মাছ ছিল। কিন্তু ডুবে যাওয়ার কারণে ট্রলারের সমস্ত মাছে সাগরের জলে ভেসে যায়।যদিও পরে ডুবে যাওয়া ট্রলারটিকে উদ্ধার করা হয়। কাছি দিয়ে নামখানা ঘাটে টেনে আনার ব্যবস্থা করা হয় ওই ট্রলারটি।
কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, "দক্ষিণ ২৪ পরগনার নৈনান গাজিপুরে রাজেশ্বরী ট্রলার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। শুক্রবার রাত আড়াইটে তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। গভীর সমুদ্রে ট্রলারটা তখনও মাছ ধরছিল। জাল পাতাই ছিল। একটা বিদেশি জাহাজ ভুল করে ধাক্কা মেরে দেয়। তাতেই আমাদের ট্রলারটা ডুবে যায়। ১৬ জন মৎসজীবী ছিলেন। তাঁরা সকলেই জলে পড়ে যান। যদিও আশেপাশে অন্য যেসব ট্রলার মাছ ধরছিল তাঁরা বড় বিপদ থেকে বাঁচান। তবে মাছ পুরোটাই জলে। জালেরও ক্ষতি হয়েছে।"

মেয়রের পদত্যাগ দাবি, ফ্লেক্সঝুলল পুরভবনে

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। বিধায়কদের ভাতা অনেকটা বৃদ্ধি হয়েছে। বেড়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাতাও। কিন্তু বকেয়া ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করেছেন কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার থেকে শ্রমিক, কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে মেয়রের পদত্যাগ দাবি করল কর্মীসংগঠন।
সংগঠনের সম্পাদক মানস সিনহা বলেন, 'মেয়রের বক্তব্য, যারা বেশি পাচ্ছে তাদের আর পাওয়ার দরকার নেই।
তাই ডিএ দেওয়ার দরকার নেই। মেয়র বেতন বৃদ্ধির পক্ষে নন। তাই নৈতিকতার প্রশ্নে মেয়র কি পদত্যাগ করবেন? আমরা তার পদত্যাগ চাই।"
মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম দাবি করেছিলেন, যারা ডিএ চাইছে আন্দোলন করছেন তারা ভালো বেতন পান। তাদের ফের টাকা দেব নাকি, যাদের কাছে টাকা নেই যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া তাদের হাতে টাকা দেওয়া উচিত।
অন্যদিকে সংগঠনের তফে অভিযোগ করা হয়েছে,বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আন্দোলন করতে গিয়েই খোদ মেয়রের কাছে জুটেছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে টিভিতে এরা মুখ দেখায় পরিবারের লোক দেখবে বলে।
কর্মীনেথাদের অভিযোগ, মেয়র বলেছেন, কেন্দ্র বকেয়া টাকা পাঠালে তখন ওদের বকেয়া আমরা মিটিয়ে দেব। এমনকী যাদের ইচ্ছে করছে না তাদের রাজ্য সরকারি চাকরি ছেড়ে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি খোঁজার নিদান দিয়েছিলেন। বকেয়া ডিএ এখনও দেয়নি রাজ্য বা কলকাতা কর্পোরেশন।
মেয়রের পদত্যাগের দাবির সঙ্গে কর্মীনেতারা ফ্লেক্সে দাবি করেছেন, অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাড়ে না, ১০০ দিনের কাজে মজুরি বাড়ে না, কর্মীদের বকেয়া ডি এ দেওয়া হয় না।'

হাইলাকান্দি জেলায় 'অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন', গঠিত আইটি সেল

হাইলাকান্দি (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে এক কোটি গাছের চারা রোপণের কর্মসূচি 'অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন'কে সফল করে তুলতে হাইলাকান্দি জেলায় একটি ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) সেল গঠন করা হয়েছে। এই আইটি সেল থেকে 'অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন' শীর্ষক কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত অ্যাপ-এর মাধ্যমে জিও ট্যাগ ফটো নির্দিষ্ট সময় আপলোড করে বিশ্ব রেকর্ড করার জন্য ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সুবিধাভোগীদের ট্রেনিং দেবে।
আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে জেলায় এই ট্রেনিং শুরু হবে।
হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত 'অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন'কে সফল করে তুলতে আয়োজিত প্রশাসনিক এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিডিসি অ্যালডার্ড ফারহিনের পৌরোহিত্যে সভায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে যে চারা বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে তার রেকর্ড যথাযথভাবে রাখতে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় জেলায় অনুষ্ঠেয় এই কর্মসূচির চারা বিতরণের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন উপস্থিতরা।
সভায় জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আগামী ১১ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বেলা ১২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত একটি অনলাইন ট্রেনিং সেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জড়িতদের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ১২ সেপ্টেম্বর ফটো আপলোডের একটি ট্রায়াল সেশন অনুষ্ঠিত হবে।
উল্লেখ্য, 'অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন' শীর্ষক কর্মসূচিতে রাজ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর একদিনে এক কোটি গাছের চারা লাগিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার জন্য ইতিমধ্যে কেবল এই অ্যাপ-এর মাধ্যমে রেজিস্টার্ডকৃত বেনিফিশিয়ারিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর জন্য আগামী ১১, ১২, ১৩ সেপ্টেম্বর বন বিভাগ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টে গাছের চারা পাঠানো হবে এবং আগামী ১৩-১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলি থেকে এই চারা বেনিফিশিয়ারিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
হাইলাকান্দি জেলায় ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রার ৮৩ হাজার ৫০৭ জন বেনিফিশিয়ারি তাঁদের নাম এই অ্যাপে রেজিস্টার্ড করেছেন।

৪.৪ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অসমের বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরায়, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ শনিবার ভোর এবং বিকাল, প্রায় ১৩ ঘণ্টার ব্যবধানে দুবার ভূমিকম্পে কেঁপেছে অসম ও ত্রিপুরা সহ পার্শবর্তী দেশ। আজ বিকাল ৩-টা ৪৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা, উত্তর ত্রিপুরা এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ। বিকালে সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৫.৪ ধরা পড়েছে। এর আগে ভোর ৪-টা ২০ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে লোয়ার অসমের বরপেটা ৩.২ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছে। তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত কোনও ভূমিকম্পে হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আজ বিকালে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ত্রিপুরার ধর্মনগরের ৭২ কিমি উত্তর-পূর্বে ২৪.৭৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৭৪ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ৪৩ কিলোমিটার গভীরে।
এছাড়া ভোর ৪:২০:১৫-টায় লোয়ার অসমের বরপেটায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বরপেটার ২৬.১১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৯৭ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ২৪ কিলোমিটার গভীরে, জানা গেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডল থেকে।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত কয়েক বছর ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছে। এর মধ্যে গত ১৪ আগস্ট রাত ৮-টা ১৯ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে ভূমিকম্পে কেঁপেছে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি ও পার্শবর্তী এলাকা, অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সহ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ এবং বাংলাদেশ ও মায়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চল। রিখটার স্ক্যালে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৪।
এর আগের দিন ১৩ আগস্ট বেলা ১-টা ২৭ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডে মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছিল মেঘালয় ও অসমের রাজধানী গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া সহ সংলগ্ন অঞ্চল। সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৭ ধরা পড়েছিল। এছাড়া, গত ৯ আগস্ট মেঘালয়ের রি-ভই জেলায় ১-টা ১৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে ভূমিকম্প হয়েছিল। ওই দিনই প্রায় আড়াই ঘণ্টার ব্যবধানে দুবার ভূমিকম্প হয়েছিল মণিপুরে।

তেলেঙ্গানা ও ছত্তিশগড়ের ৮টি স্থানে তল্লাশি অভিযান এনআইএ-এর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) শনিবার তেলেঙ্গানা ও ছত্তিশগড়ের ৮টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায়। আগস্ট মাসের বিস্ফোরক সংক্রান্ত একটি মামলায় এনআইএ শনিবার অভিযান চালিয়েছে। শনিবার এনআইএ এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।
এনআইএ জানিয়েছে, চেরলা ড্রোন মামলার তদন্তের খাতিরে তারা শনিবার তেলেঙ্গানা এবং ছত্তিশগড়ের আটটি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে। সংস্থাটি তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গলের পাঁচটি জায়গায়, ভদ্রদ্রি ও কোথাগুডেমের দুটি জায়গায় এবং ছত্তিশগড়ের বিজাপুরের একটি জায়গায় অভিযান চালায়। ওই ৮টি স্থান থেকে অনেক ডিজিটাল ডিভাইস ও আপত্তিকর নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
ডিজিটাল ডিভাইস ও আপত্তিকর নথিপত্রগুলিকে নিয়ে জোরকদমে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তরা ভারত বিরোধী এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করছিল বলে এনআইএ জানিয়েছে।
ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আরও জানিয়েছে, মাওবাদীরা সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর জন্য আধুনিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু করেছে।
জুন মাসে কোঠাগুডেমের চের্লা মন্ডলে ৩ অভিযুক্তের কাছ থেকে বিস্ফোরক সামগ্রী, একটি ড্রোন এবং একটি লেদ মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছিল এনআইএ। তারপর ১২জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল।
স্থানীয় পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সহযোগিতায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)।

হাজিরায় সময় চেয়ে রূপলেখার আর্জি, সোমবার বৈঠকে বসবে ইডি

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। আগামী বুধবার ইডি দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছে অভিনেত্রী নুসরত জাহানের সংস্থার 'স্লিপিং ডিরেক্টর' আর এক অভিনেত্রী রূপলেখা মিত্রকে। রূপলেখার কাছে দেখতে চাওয়া হয়েছে ২০১৩-'১৪ সালের সব নথিপত্র। তার আগের দিন ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় আগামী মঙ্গলবার সিজিও কমপ্লেক্সে সাংসদ-অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে তলব করেছে ইডি। সমন পিছোনো আর্জি জানিয়ে সিবিআইরের কাছে আর্জি জানিয়েছেন রূপলেখা। বিষয়টি নিয়ে সোমবার বৈঠকে বসবেন স্থানীয় ইডি কর্তারা।
রূপলেখা জানান, সংস্থার ব্যালান্স শিট এবং মৌ চুক্তি দেখানোর কথা বলা হয়েছে তাঁকে। তবে অভিনেত্রীর বক্তব্য, তাঁর কাছে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট থাকলেও এই সময়ের মধ্যে ১০ বছর আগের সব নথি জোগাড় করা মুশকিল।
ইডির কাছে হাজিরা যে দিতে হবে, গত বুধবারই সে কথা জানতে পেরেছেন রূপলেখা। তাঁর বক্তব্য, এত কম সময়ে সব জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই ইডির কাছে সময় চেয়ে আবেদন করেছেন। শুক্রবার চিঠি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, আগামী বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। নথি জোগাড় করার জন্য আর একটু সময় চাই।
শনিবার রূপলেখা বলেন, "আমি স্পিডপোস্টে চিঠি পাঠিয়েছি। মেলও করেছি ইডির দফতরে। আমার পক্ষে এত কম দিনের মধ্যে সব কিছু জোগাড় করে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়াও আমি ওঁদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ করতে চাই। ওই সংস্থার কোনও নথিতে আমার সই দেখাতে পারবেন না তাঁরা। আইনি সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই মুহূর্তে খুবই মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছি। মা-বাবার বয়স হয়েছে। তাই নিজের মতো করে সবটা সামলানোর চেষ্টা করছি।"
ইডির বক্তব্য, সময় চেয়ে সবিনয়ে রূপলেখা আবেদন করলে তা বিবেচনা করা যেতেই পারে। কিন্তু আগের নথি যোগাড় করার দায়িত্ব অভিযুক্তর। কিভাবে তিনি তা যোগাড় করবেন, সেটা তাঁকেই ঠিক করতে হবে। আর তিনি যদি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন, আমাদে কাছে যে নথিপত্র আছে, তার ভিত্তিতে আমরা অনেকটা এগোতে পারি। সোমবার আমরা এ নিয়ে বিভাগীয় কথা বলে নেব। মঙ্গলবার এই মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার কথা অভিনেত্রী নুসরত এবং ওই সংস্থার আর এক ডিরেক্টর রাকেশ সিংহের। ইডির তলবে হাজিরা দেওয়ার বিষয়ে নুসরতের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে ইডির ডাকের কথা প্রকাশ্যে আসার পর বসিরাহাটের হিঙ্গলগঞ্জে দাঁড়িয়ে সাংসদ-অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, এই জিজ্ঞাসাবাদে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন তিনি।

রানিনগরকাণ্ডে ধৃত কংগ্রেস নেতা-সহ ৩৬, অধীর বললেন, তৃণমূলের মদতেই অশান্তি

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানায় ভাঙচুর, পুলিশকে মারধর ও তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগে কংগ্রেস নেতা-সহ ৩৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা ও রানিনগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুদ্দুস আলি। তবে গোটা ঘটনার জন্য শাসকদলকেই নিশানা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।
এবার রানিনগর পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়ী হয় কংগ্রেস। সেই উপলক্ষে শুক্রবার কংগ্রেসের ডাকে বিজয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অধীর চৌধুরী ও সিপিএমের জেলা সম্পাদক। সমাবেশের পর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রানিনগর। থানায় ইটবৃষ্টি, ভাঙচুর চলে। তৃণমূল পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কংগ্রেসের কর্মী, সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এই অশান্তির জন্য পুলিশকেই দায়ি করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। গোটা ঘটনার জন্য শাসকদলকে নিশানা করে অধীরবাবু বলেছেন, ''''তৃণমূলের মদতে অশান্তি হয়েছে রানিনগরে। পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেসের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র।'''' অন্যদিকে, রানিনগরের ঘটনায় সরাসরি অধীর চৌধুরীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

পোর্টাল ও ল্যাবের উদ্বোধন উত্তরাখণ্ডের পশুপালন মন্ত্রীর

দেহরাদুন, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পোর্টাল ও ল্যাব উদ্বোধন করলেন উত্তরাখণ্ডের পশুপালনমন্ত্রী সৌরভ বহুগুনা। উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা অডিটোরিয়ামে শনিবার মৎস্য দফতরের ওয়েবসাইট এমআইএস পোর্টাল এবং ইউ-ল্যাব পোর্টালের উদ্বোধন করলেন উত্তরাখণ্ডের পশুপালন মন্ত্রী সৌরভ বহুগুনা। পশুপালন মন্ত্রী বহুগুনা জানান, আমাদের প্রচেষ্টা হল প্রযুক্তির মাধ্যমে সরলীকরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের পশু চাষি এবং মাছ চাষীদের সংযুক্ত করা। তিনি আরও বলেন, এই পোর্টাল ও ল্যাবের মাধ্যমে আমাদের কৃষক, গবাদি পশুপালক ও জেলেরা তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। পোর্টালের মাধ্যমে অধিদফতর পশু খামারি ও জেলেরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে তথ্য পেতে পারবে। যারফলে সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে বলেও মন্ত্রী মন্তব্য করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পশুপালন সচিব, বিভিআরসি পুরুযোত্তম ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তারা।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর, ফুমিও কিশিদার সঙ্গেও আলোচনা সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নতুন দিল্লিতে জি-২০ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গে দেয়ঃপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গেও বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। জি-২০ সম্মেলনের পাশাপাশি মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে নয়া ঘূর্ণাবর্ত, রাজ্যে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরমের দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস তেমনই। আগামী বুধবার নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে বঙ্গোপসাগরে। এর অভিমুখ হতে চলেছে ওড়িশা। ফলে বুধবার রাজ্যে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, তার আগে কলকাতায় বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। এমনকি দক্ষিণবঙ্গজুড়ে কমবে বৃষ্টিপাত। একই পরিস্থিতি থাকবে উত্তরবঙ্গেও।
এদিন, দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত কম। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কমবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বাড়তে পারে তাপমাত্রা। পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি যেমন অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী চার থেকে পাঁচদিন এমন পরিস্থিতি থাকবে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.১ ডিগ্রি। শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

দ্রুত ওজন ঝরাতে হলে মজে যাওয়া কলা ফেলে দেবেন না, বরং বানিয়ে ফেলুন পুষ্টিকর ৩ খাবার

কলা খেলে মোটা হয়ে যাবেন। এমন ধারণা থেকেই কলা খেতে চান না অনেকে। বাড়িতে পড়ে থেকে হলুদ কলার গায়ে কালচে ছোপ ধরে যায়। অতিরিক্ত পেকে গেলে যে গন্ধ বেরোয়, তা-ও অনেকে সহ্য করতে পারেন না। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পুজোর আগে যাঁরা দেহের মেদ ঝরানো নিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলছেন, তাঁদের জন্য উপাদেয় একটি খাবার হতে পারে কলা।

শরীরচর্চা করলে পর্যাপ্ত শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। সকালের জলখাবার থেকে শুরু করে রাতের মিষ্টিমুখ সবই তৈরি করা যেতে পারে এই ফল দিয়ে। তবে মজা কলার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেক বেশি। তাই যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি, তাঁদের কলা না খাওয়াই ভাল।

কলা-ওটমিল পরিজ

উপকরণ:
ওট: আধ কাপ
জল: ১ কাপ
দুধ: আধ কাপ
কলা: ১টি (মজে যাওয়া)
বিভিন্ন রকম বাদাম: ২ টেবিল চামচ
বিভিন্ন রকম বীজ: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:
১) প্রথমে একটি কড়াইতে ওট, জল এবং দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ওট সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
২) মজে যাওয়া কলা ভাল করে চটকে নিয়ে সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার ওটসে মেশাতে থাকুন।
৩) ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে উপর থেকে বাদাম এবং বীজ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পাকা কলার স্মুদি

উপকরণ:
কলা: ১টি (মজে যাওয়া)
ইয়োগার্ট: ১ কাপ
দুধ: আধ কাপ
বিভিন্ন রকম ফলের কুচি: আধ কাপ
শুকনো ফল, বাদাম কুচি: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:
১) ব্লেন্ডারে কলা, ইয়োগার্ট, দুধ দিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।
২) এ বার কাচের গ্লাসে ঢেলে নিয়ে উপর থেকে ফল এবং বাদাম ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ঠান্ডা করে খেতে পারলে আরও ভাল লাগবে।

শেষপাতে থাকুক পাকা কলা দিয়ে তৈরি আইসক্রিম।

পাকা কলার আইসক্রিম

উপকরণ:
কলা: ২টি (মজে যাওয়া)
পিনাট বাটার: ১ টেবিল চামচ
কোকো পাউডার: ১ টেবিল চামচ

প্রণালী: ১) ব্লেন্ডারে কলা, পিনাট বাটার এবং কোকো পাউডার একসঙ্গে দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ২) এ বার পছন্দের আইসক্রিম মোল্ডের মধ্যে এই মিশ্রণ ঢেলে নিয়ে ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। ৩) ৩ থেকে ৪ ঘণ্টার মধ্যে তা জমে আইসক্রিমের আকার ধারণ করলে ফ্রিজ থেকে বার করে পরিবেশন করুন।

ত্বকের যত্ন নিলেই চলবে না খেয়াল রাখতে হবে পায়ের পাতারও

চুল এবং ত্বক ভাল রাখতে পরিশ্রম করেন অনেকেই। ঘরোয়া টোটকা থেকে প্রসাধনীর ব্যবহার রূপচর্চায় বাদ দেন না কিছুই। অথচ এত কিছুর মধ্যে অবহেলিত হয় পায়ের পাতা। সারা দিনের দৌড়ঝাঁপ, একটু বৃষ্টি পড়লেই কাদাজল, হাঁটাহাঁটি সব কিছুর চাপ পড়ে পায়ের উপর। অথচ পায়ের যত্ন নেওয়ার বেলাতেই থেকে যায় অনেক ফাঁক।

প্রতি রাতে পেট্রোলিয়াম জেলি বা ফুট ক্রিম লাগানো বা কোনও জায়গা থেকে ঘুরে এসে পা ভাল করে ধুয়ে নেওয়াটাই কিন্তু পায়ের যত্নের শেষ কথা নয়। আর কী ভাবে দেখাশোনা করবেন পায়ের পাতার?

১) সপ্তাহে একদিন বা দু''দিন বাড়িতেই করতে পারেন পেডিকিয়োর। গরম জলে শ্যাম্পু মিশিয়ে কিছু ক্ষণ পা ডুবিয়ে রাখুন। শ্যাম্পু ছাড়াও মেশাতে পারেন মধু। মধু পায়ের ত্বককে নরম রাখবে।

২) রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে অবশ্যই পায়ে ফুট ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার মাখতে পারলে ভাল। সারা রাত সময় পেলে ময়েশ্চারাইজার পায়ের পাতার ত্বক ভিতর থেকে আর্দ্র করে তুলবে।

৩) স্নানের পর পায়ে মাখতে পারেন অলিভ অয়েল। এই তেল পায়ের পাতার ত্বক শুষ্ক হতে দেয় না। ত্বক ভিতর থেকে কোমল এবং মসৃণ রাখে।

৪) শুধু শীতকাল বলে নয়, সারা বছরই অনেকের পা ফাটে। গ্লিসারিনের মধ্যে জল মিশিয়ে পায়ে লাগালে পা ফাটা কমে।

বৃষ্টিবাদলার দিনে চায়ের সঙ্গে বানিয়ে ফেলুন ফিশ ব্যাটার ফ্রাই

বৃষ্টিবাদলার দিনে সন্ধেবেলা চায়ের সঙ্গে "টা" থাকলে মন্দ হয় না। সময়ও লাগবে অল্প, অথচ স্বাদ হবে লা-জবাব এমন ফিশ ফ্রাইয়ের রেসিপি বানালে কেমন হয়? বাড়িতে ভেটকির ফিলে থাকলে অল্প সময় খরচ করেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন ফিশ ব্যাটার ফ্রাই। তবে সাধারণ ব্যাটার ফ্রাই তো অনেক খেয়েছেন, বানিয়ে ফেলুন গন্ধরাজ ফিশ ব্যাটার ফ্রাই।

রইল প্রণালী।

উপকরণ:
ভেটকি বা বাসার ফিলে: ১০টি
তেল: পরিমাণ মতো
গন্ধরাজ লেবুর রস: তিন-চার টেবিল চামচ
গোলমরিচ গুঁড়ো: স্বাদ অনুযায়ী
আদাবাটা: আধ টেবিল চামচ
পার্সলে কুচি: দুই টেবিল চামচ
রসুন বাটা: এক টেবিল চামচ
নুন: স্বাদমতো
খাবার সোডা: খুব অল্প
বেকিং পাউডার: আধ চা চামচ
ময়দা: আধ কাপ
কর্নফ্লাওয়ার: ১ কাপ
গন্ধরাজ লেবুর খোসা: এক চা চামচ
কাঁচালঙ্কা বাটা: এক চা চামচ
ঠান্ডা জল: পরিমাণ মতো
মাখন: দুই টেবিল চামচ

প্রণালী:
বাসা বা ভেটকি মাছের ফিলে ভাল করে ধুয়ে, শুকনো করে মুছে নিন। এ বার মাছের গায়ে নুন, গোলমরিচ, পার্সলে কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কা বাটা, গন্ধরাজ লেবুর রস ও খোসা মাখিয়ে রেখে দিন। এ বার আধ ঘণ্টা মাছের ফিলে ম্যারিনেট অবস্থায় থাকতে দিন। এই ফাঁকে বানিয়ে রাখুন ব্যাটার। একটি পাত্রে কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, খাবার সোডা, বেকিং পাউডার, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো আর মাখন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার মিশ্রণে ঠান্ডা জল দিয়ে ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এ বার ওই ব্যাটারে ম্যারিনেশন করা মাছের টুকরোগুলি ডুবিয়ে মাছের গায়ে একটা কোটিং তৈরি করে নিন। এ বার ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। চা-কফির সঙ্গে গরমাগরম পরিবেশন করুন। সন্ধের নাস্তায় জমে যাবে গন্ধরাজ ফিশ ব্যাটার ফ্রাই।

মন এবং শরীর দুই-ই থাকবে চাঙ্গা এবং চনমনে

ব্যক্তিগত পরিসরে নানা জটিলতা, সম্পর্ক নিয়ে অস্থিরতা, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, দৈনন্দিন যাপনে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব, আত্মবিশ্বাসের অভাব এই কারণগুলি মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। দীর্ঘ দিন ধরে এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে করতে মনে জাঁকিয়ে বসে অবসাদ। শরীরের রোগবালাই নিয়ে সচেতনতা থাকলেও মানসিক স্বাস্থ্য সেখানে ব্রাত্যই বলা চলে।

তবে ইদানীং মনের খেয়াল রাখছেন অনেকেই। মন ভাল রাখার চেষ্টা করছেন। মনের সঙ্গে শরীরের একটা যোগ রয়েছে। মন যদি ফুরফুরে থাকে, তা হলে অসুখও কাছে ঘেঁষতে পারে না। তাই শরীরের পাশাপাশি মনেরও যত্ন নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব। কয়েকটি আসন যদি নিয়ম করে করতে পারেন, তা হলে শুধু শরীর নয়, চাঙ্গা থাকবে মনও। কোনও উদ্বেগ, অবসাদ সহজে মনের উপর চেপে বসতে পারবে না। মনের যত্ন নিতে কোন ব্যায়ামগুলি নিয়ম করে করতে পারেন?

সুখাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসুন। এ বার ডান পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে বাঁ ঊরুর উপর এবং বাঁ পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে ডান ঊরুর উপর রাখুন। এর পর দুই হাঁটুর উপর দু''হাত টান টান করে রাখুন। এই অবস্থায় চোখ বন্ধ করে বসে স্বাভাবিক ছন্দে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। ২ থেকে ৩ মিনিট পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে পারেন।

পশ্চিমোত্তাসন

এটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে দু''হাত মাথার দু''পাশে রাখুন। দু''টি পা একসঙ্গে জোড়া করুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু''হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু''পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক ঊরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

বালাসন হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার দুই হাত প্রসারিত করে পেট মুড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যান। বুক যেন ঊরু স্পর্শ করে। মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন। শ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত এই আসনগুলি করলে সত্যিই উপকার পাবেন। মন এবং শরীর দুই-ই ভাল থাকবে।

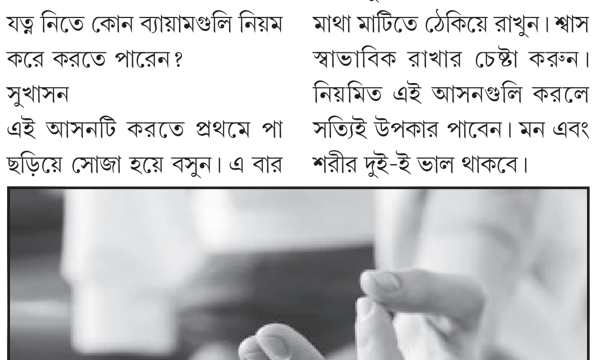

ত্বকের নানা সমস্যায় ব্রণ ফুসকুড়ি তো লেগেই থাকে

ত্বকের নানা সমস্যায় সারা বছরই ভোগেন অনেকে। ব্রণ, ফুসকুড়ি তো লেগেই থাকে। এ ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে অনেকেই ভরসা রাখেন নামীদামি সংস্থার বিভিন্ন প্রসাধনীর উপরে। শুধু তাই নয়, চটজলদি জেল্লা ফেরাতে অনেকে ভরসা নানা ঘরোয়া টোটকা। কিন্তু ঘরোয়া টোটকা মানেই যে তা ত্বকের জন্য উপকারী, তেমনটি না-ও হতে পারে। সবার ত্বকের ধরন এক রকম নয়। কারও ত্বক শুষ্ক, কারও আবার তৈলাক্ত। সারা দেহের তুলনায় মুখের ত্বক অনেক বেশি স্পর্শকাতর। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করলেও ত্বকে কালচে দাগ পড়তে পারে, র্যাশ বেরোতে পারে এমনকি ত্বকের চামড়া পুড়েও যেতে পারে। তাই আখেরে ক্ষতি হতে পারে এমন কোনও উপাদান ত্বকে প্রয়োগ না করাই ভাল।

পাতিলেবুর রস অনেক ফেসপ্যাকেই নানা প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে লেবুর রসও ব্যবহার করা হয়। সেই প্যাক মুখে লাগালে মুখের কালো দাগছোপ দূর হয়। ত্বকের জেল্লা ফেরাতেও কাজে আসে। ফেসপ্যাকে লেবুর রস ব্যবহারে ক্ষতি নেই, তবে শুধু লেবুর রস মুখে লাগালেই মুশকিল হতে পারে। সরাসরি পাতিলেবুর রস ত্বকে মাখলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

গরমজল কেবল শীতেই নয় অনেকেই আছেন যাঁরা সারা বছর গরম জলেই স্নান করেন। কিন্তু গরম জল দিয়ে মুখ ধুলে ত্বক ভীষণ মাত্রায় শুষ্ক হয়ে যায়। অনেকেই স্টিম ফেসিয়াল করান। সে ক্ষেত্রে সরাসরি গরম জলে মুখ না ধোয়াই ভাল। মেক আপ তোলার সময় গরম জলে খানিকটা ঠান্ডা জল মিশিয়ে তার পরেই মুখে প্রয়োগ করুন। এতে ত্বকে পিএইচ এর ভারসাম্য বজায় থাকে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধন ত্বকের যত্নে অনেক নামীদামি সংস্থার প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন। এই ধরনের প্রসাধনী দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করা যায় না। এগুলি ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল থাকে। কিন্তু অনেক সময়েই সেগুলির মেয়াদ ফুরিয়ে যায় নজরে পড়ে না। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধন ব্যবহার করার ফলে মুখের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দাগও বসে যেতে পারে। তাই এ সব বিষয় সতর্কতা ভীষণ জরুরি।

শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে খেতে পারেন ৫ ফল

মাছ, মাংস, ডিম সবগুলিতেই প্রোটিন রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। আসলে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার বললেই এগুলির কথাই মাথায় আসে। আমিষ খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বেশি। তবে তার মানে এই নয় যে প্রোটিন নিরামিষ কোনও খাবারে থাকে না। প্রোটিন-সমৃদ্ধ ফলেরও কিন্তু অভাব নেই। নিয়ম করে তেমন কয়েকটি ফল যদি খাওয়া যায়, তা হলে ভিতর থেকে ফিট থাকবে শরীর।

কোন ফলে প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?

১)কমলালেবু বাঙালির কাছে শীতকাল মানেই পিকনিক আর কমলালেবু। কমলালেবু খাদ্যগুণের দিক থেকেও এগিয়ে। প্রতি ১০০ গ্রাম কমলালেবুতে থাকে ০.৯ গ্রাম প্রোটিন।

২) কলা কলাতে থাকে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম। আরও নানা ধরনের উপাদানের মধ্যে রয়েছে প্রোটিনও। ১০০ গ্রাম কলায় থাকে ১.১ গ্রাম প্রোটিন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করতে নিয়ম করে কলা খেতে পারেন।

৩) কিশমিশ
আঙুর ফল শুকিয়ে তৈরি হয় কিশমিশ। পায়েস হোক বা পোলাও, কিশমিশ দিতেই হবে। প্রতি ১০০ গ্রাম কিসমিসের মধ্যে থাকে ৩ গ্রাম প্রোটিন। ৪) খেজুর বাঙালি চাটনিতে খেজুর জনপ্রিয় উপকরণ। শুধু খেজুর খেতেও ভালবাসেন অনেকেই। খেজুরের প্রতি ১০০ গ্রামে থাকে ২.৪৫ গ্রাম প্রোটিন। এ ছাড়াও থাকে ৮ গ্রাম ফাইবার। ফলে হজমক্ষমতা উন্নত করার ছাড়াও ফিট থাকতেও খেজুর সত্যিই উপকারী। ৫)পেয়ারা পেয়ারা যেমন সুস্বাদু ফল, তেমনই উপকারি। পেয়ারার রস বা জ্যামও বেশ জনপ্রিয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারায় থাকে ২.৬ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিন ছাড়াও পেয়ারায় রয়েছে ভিটামিন সি। দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকতে পেয়ারা খেতে হবে নিয়ম করে।

পুজোর আগে ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে চান?

পুজোর আগে ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে চান? সালোঁয় গিয়ে ফেশিয়াল করালেই ১৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা খরচ হয়ে যাবে। ত্বক সুস্থ রাখতে রাসায়নিক উপাদানযুক্ত নামীদামি প্রসাধনীর উপর ভরসা না করে হেঁশেলের উপকরণ দিয়েই সেরে ফেলতে পারেন রূপচর্চা। কাজ হয়ে যাবে ১০ টাকাতেই। এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন মুসুর ডাল।

বয়সের ছাপ ঠেকিয়ে রাখতে সপ্তাহে দু-তিন দিন ডালবাটা মাখলেই উপকার পাবেন। ত্বক টানটান করতে এই প্যাকের জুড়ি নেই। ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলেও মুসুর ডালের ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকের কালো দাগ দূর করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। ১ কেজি মুসুর ডালের দাম ১০০ টাকার কাছাকাছি, অথচ ১০ টাকার ডালেই ফিরবে জেল্লা। জেনে নিন ত্বকের কোন সমস্যায় কী ভাবে মুসুর ডাল ব্যবহার করলে উপকার পাবেন?

অবাঞ্ছিত রোম তুলতে: ঠেঁটের উপরে অতিরিক্ত রোমের জ্বালায় নাজেহাল? রেজর ব্যবহার না করে মুসুর ডাল দিয়েই হতে পারে মুশকিল আসান। এক চা চামচ মুসুর ডাল বাটার সঙ্গে এক চা চামচ বেসন, এক চা চামচ চালের গুঁড়ো আর কয়েক ফোঁটা আমন্ড অয়েল ভাল করে মিশিয়ে মুখে মাখুন। ফেসপ্যাকটি শুকিয়ে গেলে রগড়ে রগড়ে তুলে ফেলুন। নিয়ম করে এই প্যাকটি ব্যবহার করলে রোমের বৃদ্ধি কমবে। ত্বকের কালো দাগ কমাতে নিয়মিত রোদে বেরিয়ে মুখে কিংবা হাতে পায়ে ট্যান পড়েছে? এই সমস্যার সমাধান করতে তিন টেবিল চামচ মুসুর ডাল বাটা, তিন টেবিল চামচ টক দই আর একই পরিমাণ বেসন বেশ ভাল করে মিশিয়ে নিন। ওই মিশ্রণে এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আবার ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ত্বকে মেখে নিয়ে অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের জেল্লা ফিরে পাবেন। ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে বাটা মুসুর ডালের সঙ্গে দু''চামচ দুধ মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করে মুখে লাগান। তার পর দু'মিনিট ঘষে ঘষে মালিশ করুন। এর পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। আপনার ত্বকের শুষ্কতা দূর হবে। ত্বক নরম থাকবে।

পুজোর ভিড়ে নজর কাড়তে বদলে ফেলুন চশমার ফ্রেম!

দিনের পর দিন আমরা একই ফ্রেমের চশমা পড়ি। এক বার চশমা না ভাঙলে কিংবা চোখের পাওয়ারে হেরফের না হলে আমরা খুব সহজে চশমায় বদল আনি না। সামনেই পুজো। ভিড়ের মাঝে নজর কাড়তে জুতো থেকে জামা, ব্যাগ থেকে গয়না সবই কিনতে শুরু করেছেন। তবে চশমাটাই কেন বাদ যাবে বলুন তো। ফ্যাশনে বদল আনতে চশমার ফ্রেমটা বদল করে দেখতে পারেন।

পুজোর সাজটাই একেবারে বদলে যাবে। জেনে নিন মুখের গড়ন অনুযায়ী কোন ধরনের ফ্রেম আপনাকে ভাল মানাবে। ১) পানপাতার মতো মুখে কপাল চওড়া এবং চোয়াল সরু থাকে। ক্যাট আই, স্পোর্টি সানগ্লাস বেশ মানিয়ে যায় এই চেহারায়। খুব বেশি বড় মাপের গ্লাস এ ক্ষেত্রে না কেনাই ভাল। ২) ডিম্বাকৃতি চেহারায় সব ধরনের সানগ্লাসই ভাল মানায়। শুধু লক্ষ রাখবেন ফ্রেমটি যাতে আপনার মুখের তুলনায় বেশি চওড়া না হয়। ৩) ক্যাট আই কিংবা অ্যাভিয়েটর ফ্রেমের চশমায় গোল মুখখানা লম্বাটে দেখায়। আয়তাকার, কোণযুক্ত ফ্রেমের চশমাও তাঁদের জন্য ভাল। ৪) বর্গাকৃতির চেহারায় মেটালিক ফ্রেম অথবা রিমলেস চশমাও মানিয়ে যায়। ৫) লম্বা মুখের সঙ্গে গোলাকৃতির চশমা ভাল যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে, চশমার ফ্রেম যেন খুব ছোট না হয়। ৬) চতুর্ভুজাকৃতি চেহারায় ক্যাট আই স্টাইল ভাল যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে চশমায় যেন চোখের কোল ঢেকে যায়, তাই বড় মাপের চশমা কেনাই ভাল।

বন্যপ্রাণী বাঁচাতে ১৩টি করিডরকে আধুনিক আদল দেবে রেল ও রাজ্য বনদফতর

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন অংশে ট্রেন দুর্ঘটনায় মাঝে মাঝেই হতাহত হচ্ছে বহু বন্যপ্রাণী। সেগুলোকে বাঁচাতে এবার ১৩ টি এলিফ্যান্ট করিডোরকে 'ইন্ট্রুশন ডিভাইস সিস্টেম' এর আওতায় আনার যৌথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ডুয়ার্স রুটের শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন পর্যন্ত দূরত্ব ১৬২ কিলোমিটার। এই রেলপথের মধ্যে থাকা মহানন্দা অভয়ারণ্য, চাপরামারি, গরুমারা জাতীয় উদ্যান, জলদাপাড়া ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ২০০৪ সালে গেজ পরিবর্তনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে ৭৭ টি বুনো হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। শেষ দুর্ঘটনাটি ঘটে চলতি বছরের ১০ অগাস্ট চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝখানে।

এছাড়াও ওই মারণ রেলপথে হাতি ছাড়াও অগুনতি বাইসন, বাঁদর, হরিণ, চিতাবাঘের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ইতিপূর্বে ওই মৃত্যু মিছিল ঠেকাতে বারবার সমন্বয় বৈঠকে বসেছেন রেল ও বনদফতরের কর্তারা। চলেছে পরস্পরের মধ্যে তুমুল তর্জা। এর আগে পরীক্ষামূলক ভাবে কৃত্রিম মৌমাছির গুঞ্জন, সাইরেন বাজিয়ে হাতিদের রেলপথ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করা হলেও, কার্যত সব চেষ্টাই বিফলে গেছে। মাঝখান থেকে খরচ হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা।

হালে ভারতীয় রেলের তরফে অপটিক্যাল ফাইবার ও সফটওয়ার নির্ভর এমন একটি ডিভাইস তৈরি করা হয়েছে, যার নাম 'ইনট্রুসন ডিভাইস সিস্টেম' সংক্ষেপে যা আইডিএস নামে পরিচিত। রেলের দাবি উন্নত প্রযুক্তির ওই সফটওয়ার ব্যবহার করে রেলপথে শুধুমাত্র বন্যপ্রাণির মৃত্যু যেমন রোধ করা যাবে, ওই পদ্ধতির আওতায় থাকা ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত রেলপথে ঘটতে চলা কোনও রকম নাশকতা, রেললাইনে ফাটল, ভূমিধস ও বন্যার জল ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কেত চলে আসবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকটবর্তী গেটম্যান, স্টেশন মাস্টার, লোকোপাইলট ও রেলওয়ে কন্টোল রুমে। ফলে এড়ানো যাবে দুর্ঘটনা।

আপাতত ভারতীয় রেল সারা দেশে ওই পদ্ধতি প্রতিস্থাপনের জন্যে ৭৯.১২ কোটি টাকা খরচ করবে। ইতিমধ্যেই অসমের লামডিং ডিভিশন, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নাগরাকাটা থেকে হাসিমারা, ওড়িশা ও কর্ণাটকে ভারতীয় রেল ওই আইডিএস প্রযুক্তি চালু করে ফেলেছে। ধাপে ধাপে সারা দেশের রেলপথকেই ওই প্রযুক্তির আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

শনিবার আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে রেল ও রাজ্য বনদফতরের মোট কুড়ি জন শীর্ষ কর্তা এক সমন্বয় বৈঠকে বসে দুর্ঘটনা প্রবণ ডুয়ার্স রেলপথকে ইন্ট্রুশন ডিভাইস প্রযুক্তির আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেন। দুই তরফই আশাবাদী, ওই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুসহ যে কোনও রেল দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। সঙ্গে বনদফতর ঘোষণা করেছে যে, এখন থেকে রেলের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে একজন উচ্চ পদমর্যাদার বনকর্তা ২৪ ঘন্টার জন্যে রেলওয়ে কন্টোল রুমে থাকবেন।

পোর্টাল ও ল্যাবের উদ্বোধন উত্তরাখণ্ডের পশুপালন মন্ত্রীর

দেহরাদুন, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পোর্টাল ও ল্যাব উদ্বোধন করলেন উত্তরাখণ্ডের পশুপালনমন্ত্রী সৌরভ বহুগুনা। উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা অডিটোরিয়ামে শনিবার

মৎস্য দফতরের ওয়েবসাইট এমআইএস পোর্টাল এবং ইউ-ল্যাব পোর্টালের উদ্বোধন করলেন উত্তরাখণ্ডের পশুপালন মন্ত্রী সৌরভ বহুগুনা। পশুপালন মন্ত্রী বহুগুনা জানান, আমাদের প্রচেষ্টা হল প্রযুক্তির মাধ্যমে সরলীকরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের পশু চাষি এবং মাছ চাষীদের সংযুক্ত করা। তিনি আরও বলেন, এই পোর্টাল ও ল্যাবের মাধ্যমে আমাদের কৃষক, গবাদি পশুপালক ও জেলেরা তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। পোর্টালের মাধ্যমে অধিদফতর পশু খামারি ও জেলেরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে তথ্য পেতে পারবে। যারফলে সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে বলেও মন্ত্রী মন্তব্য করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পশুপালন সচিব, বিভিআরসি পুরুষোত্তম ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তারা।

শাসকদলের মদতে জবর দখলের অভিযোগ, দুর্গাপুর সেচ ক্যানেলগর্ভে গড়ে উঠেছে বস্তি

দুর্গাপুর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফুটপাথ দখল করে দোকান বাড়ি। আবার সরকারি জমি দখল করে বসত বাড়ি। এবার আস্ত সেচ ক্যানেলের ভেতরটাই জবর দখলের কব্জায়। গড়ে উঠেছে বস্তি। তাও আবার পাকা বাড়ি। পেয়েছে বিদ্যুত সংযোগও। নতুন নামকরনও করেছে এলাকার। ক্যানেলের ভেতর ঘরবাড়ী প্লাবনে ভেসে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবাধে চলছে বসবাস। চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে সেচ ক্যানেল। শাসকদলের মদতে জবরদখলের অভিযোগ স্থানীয়দের। এমনই নজিরবীহিন বস্তি গড়ে উঠেছে শিল্পনগররী দুর্গাপুরের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে হ-চি-মিন পল্লীর ওপর দিয়ে যাওয়া ডিভিসির সেচ ক্যানেলে। দুর্গাপুর পুরসভার ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের হ-চি-মিন পল্লী। পাড়ার নামে চীনা ভাষা থাকলেও মুলত পুর্ববঙ্গের থেকে আগত বাসিন্দাদের বসবাস। দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন বাঁকুড়া মোড় থেকে পুর্ব দিকে যাওয়া সেচ ক্যানেলের দু''পাড় জবর দখল করে গড়ে উঠেছে বস্তি। ক্যানেল পাড় দখল করে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে বসত বাড়ি। তবে সম্প্রতি জবর দখল থেকে রেয়াত পায়নি ক্যানেলগর্ভ। ক্যানেলের গর্ভে রীতিমতো পাকাবাড়ি করে চলছে ঝুকিপুর্ন বসবাস। পেয়েছে বিদ্যুত সংযোগও। আর প্রশ্ন এখানেই ক্যানেলে জল পরিবাহনের জায়গায় কিভাবে গজিয়ে উঠছে ঘরবাড়ি। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, বছরকয়েকর মধ্যে প্রায় ৫০ টির মতো ঘরবাড়ি তৈরী করে বসবাস করছে পুর্ব বঙ্গ থেকে আগত বাসিন্দারা। পেয়েছে ভোটার কার্ড। ক্যানেল গর্ভে বসবাসকারীরা জানান,' বছর তিনেক ধরে বাড়ি তৈরী করে বসবাস করছি।' প্রশ্ন উঠছে কাদের মদতে সেচ ক্যানেলটাই আজ জবরদখলে। অতিবৃষ্টিতে ক্যানেলে জল ছাড়লে যেকোন সময় আস্ত বস্তিটাই ভেসে যাবে। তার দায়ই বা কে নেবে? প্রশ্ন থেকেই যায়। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতারা টাকা নিয়ে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে।' দুর্গাপুরের প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলার চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,' গোটা দুর্গাপুরে এধরনের প্রায় ৪০ হাজার বাসিন্দা সরকারি জমি দখল করে বসবাস করছে। বাম জামানায় সিপিএম বসাত। এখন আবার তৃণমূলের নেতার টাকার বিনিময়ে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। আর ক্যানেলের ভেতর যেভাবে বস্তি গড়ে উঠছে, তাতে চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে সেচব্যাবস্থা। ক্যানেলে জল ছাড়লেই ওইসব বস্তি ভেসে যাবে। তখন তাদের নিয়ে আবার তৃণমূলই রাজনীতি করবে।' দুর্গাপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা ওই এলাকার প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান সুনীল চট্টোপাধ্যায় জানান,' অভিযোগকারী নিজেই কাউন্সিলার থাকাকালীন বসিয়েছে। এখন আবার বেসুরো মায়াকান্না জুড়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে বসবাস করছে, তাতে জল ছাড়লেই প্লাবিত হবে।' দুর্গাপুর সেচ দফতরের সাফাই,' জবর দখল উচ্ছেদের এক্তিয়ার আমাদের নেই। তাই বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আর প্রশ্ন এখানেই, শাসকদলের প্রভাবের কারনেই কি উচ্ছেদে পিছু পা সেচ দফতরের।

রাজ্যের শিক্ষানীতি প্রকাশ করলেন শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। শনিবার রাজ্যের ১৭৮ পাতার শিক্ষানীতি প্রকাশ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এ দিন থেকেই এই নির্দেশিকা কার্যকর হতে চলেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্র সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানীতিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করার কোনও পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেই। বিধানসভাতেও এই অবস্থান সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। তখনই তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বাংলায় নতুন করে শিক্ষানীতি গড়ে তোলা হবে।

শনিবার শিক্ষামন্ত্রী জানান, একেবারে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষানীতিতে বদল আনা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত নীতিতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা, উচ্চশিক্ষায় একাধিক বদল আসছে।

ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা পড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকেই বাংলা ভাষা সম্পর্কে পড়ুয়াদের ধারণা তৈরি করতে হবে, শিক্ষা নীতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে। নয়া নীতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মজীবনের পাঁচ বছর অন্তত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতা করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য আসছে নয়া 'প্রমোশন নীতি'।

শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, স্কুলস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম ২ বছর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়াশোনায় জোর দেওয়া হয়েছে নয়া শিক্ষা নীতিতে। বঙ্গে ত্রি-ভাষা নীতি গৃহীত হচ্ছে। অর্থাৎ, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট তিনটি ভাষা পড়ানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে রাজ্য। ইতিমধ্যেই স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে রাজ্যের নয়া শিক্ষা নীতি।

শিন্ডের উপস্থিতিতে শিবসেনায় যোগ দিলেন রাজেন্দ্র গুড়া, বললেন যুব সমাজ ও মহিলাদের জন্য কাজ করব

ঝুনঝুনু, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে কংগ্রেসের বিদ্রোধী বিধায়ক রাজেন্দ্র গুড়া যোগ দিলেন শিবসেনায়। শনিবার রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের উপস্থিতিতে শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন রাজেন্দ্র গুড়া। দলে তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন শিন্ডে। শিবসেনায় যোগদানের পর রাজস্থানের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্র বলেছেন, তিনি রাজস্থানের যুব সমাজ ও মহিলাদের স্বার্থে কাজ করে যাবেন। রাজেন্দ্র বলেছেন, 'একনাথ শিন্ডের সঙ্গে রাজ্যের যুব সমাজ ও মহিলাদের জন্য আমি কাজ করব।'

রাজ্যপালের সমালোচনা করে এবার লিখিত বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সমালোচনা করে এবার লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করল পশ্চিমবঙ্গের এডুকেশনিস্ট ফোরাম।মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে রাজভবনের অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া-সহ একগুচ্ছ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে ফিরে রাজ্যপাল বৃহস্পতিবার তার জবাবে সাধারণের উদ্দেশ্যে একটি ভিডিও বার্তা দেন। এর জেরে রাজ্যপালকে এক হাত নেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। 'উচ্চশিক্ষায় হাড়হিম করা সন্ত্রাস তৈরির' দায় রাজ্যপালেরই বলে শুক্রবার দাবি করেছিলেন তিনি।রাজ্যপালের কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা করে শুক্রবার মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্যপাল যেভাবে কাজ করছেন, তা 'তুঘলকীয়' বলে খোঁচা দেন তিনি। আর এরপরই চরম বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। বলেছেন, 'কী হয় তা দেখার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'রাজ্যপালের সেই মন্তব্যের পরই পাল্টা টুইট রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর। মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে হুঁশিয়ারি রাজ্যপাল দিয়েছেন, তা নিয়ে কটাক্ষ করেন ব্রাত্য। নাম না করে রাজ্যপালকে 'ভ্যাম্পায়ার'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। লিখেছেন, 'রাক্ষস প্রহরের জন্য অধীর অপেক্ষা করে রয়েছি।'এই চাপান উতোরের মধ্যে এডুকেশনিস্ট ফোরাম এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমরা রাজ্যপালের কাছে সঠিক এবং আইনি পদক্ষেপ চেয়েছিলাম। পরিবর্তে তিনি উপাচার্যদের উদ্দেশে নির্লজ্জভাবে মিথ্যে এবং উদ্ধত মন্তব্য করেছেন। সমগ্র শিক্ষামহলকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছেন। এতে আচার্যের নিচতা প্রকাশ পাচ্ছে।প্রসঙ্গত, এডুকেশনিস্ট ফোরাম তৃণমূলপন্থী বা সরকারের আস্থাভাজন শিক্ষাবিদদের নিয়ে তৈরি একটি নতুন সংগঠন।

রাজ্য বনাম রাজ্যপাল, প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ এগোল আরও এক পা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। ''''আমি যা করেছি তাতে খুশি। আজ মধ্যরাত অবধি অপেক্ষা করুন। বুঝতে পারবেন পদক্ষেপ কাকে বলে।'''' শনিবার সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

শুক্রবার বিকাশ ভবনে রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বৈঠকের পর উপাচার্য্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালকে ''''মহম্মদ বিন তুঘলক'''' বলে কটাক্ষ করেন ব্রাত্য। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য প্রসঙ্গে মুখ খুলে ব্রাত্যর উদ্দেশে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল। শনিবার শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে রাজ্যপালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ওপরের মন্তব্যটি করেন। রাজ্যপাল আরও বলেন, ''''উপাচার্য্য না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অসুবিধা হচ্ছিল। কোনও শংসাপত্র ইস্যু হচ্ছিল না। এটা জানার পরই তড়িঘড়ি উপাচার্য্য নিয়োগ নিয়ে পদক্ষেপ করা হয়। আচার্য্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা চাইলে যে কোনও বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আমি উপাচার্য্য না থাকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। কে অখুশি হল, সেই নিয়ে ভাবছি না।''''

সদ্যোজাতের মৃত্যুতে চাঁচলের নার্সিংহোমে ভাঙচুর মৃতের পরিজনদের

মালদা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। চিকিৎসার 'গাফিলতি'- অভিযোগে সদ্যোজাতর মৃত্যু। খুদের পরিবারের দাবি, প্রসবের পর থেকেই অসুস্থ ছিল শিশুটি। তা সত্ত্বেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কোনও গুরুত্ব দেয়নি। প্রতিবাদে চাঁচলের নার্সিংহোমে ভাঙচুর করল মৃতের পরিজনদের। শনিবার এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে চাঁচল থানার পুলিশ।

চাঁচল এলাকার বাসিন্দা সোমা পারভিনের বুধবার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। চাঁচলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাঁকে। অস্ত্রোপচার করা হয়। সেদিন রাতে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সদ্যোজাতর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তবে তা সত্ত্বেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার কোনওরকম উদ্যোগ নেয়নি বলেই অভিযোগ। এমনকি সেকথা পরিবারের লোকজনদের জানানো হয়নি বলেও দাবি।

বৃহস্পতিবার রাতে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ আচমকাই জানায় সদ্যোজাতর অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হয়ে গিয়েছে। তড়িঘড়ি তাকে চাচঁল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। বন্ডে সই করে হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাকে। তবে শেষরক্ষা হল না। শনিবার ভোররাতে মৃত্যু হয় ওই শিশুকন্যার।

জি ২০ নৈশভোজে মৃদঙ্গ বাজাবে ভারতের ১২ বছরের খুদে শিল্পী

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। নয়াদিল্লিতে জি ২০ শীর্ষ বৈঠক শুরু হয়েছে শনিবার থেকে। বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে এসে পৌঁছেছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ।শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে আসা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মানে শনিবার রাতে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ।আর যন্ত্রসঙ্গীতের ধ্রুপদী মূর্চনায় ভাসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে ১২ বছরের এক খুদে শিল্পী বি দক্ষ ভূপতির ওপর ।

দিল্লির সামারভিল স্কুল, বসুন্ধরা এনক্লেভের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র এই পড়ুয়া ।এই অনুষ্ঠানের জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট ৭৮ জন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ।যাদের মধ্যে অন্যতম দিল্লির এই স্কুল পড়ুয়া ।অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিল্পীদের মধ্যে সিসিআরটি স্কলারশিপ পাওয়া এই স্কুল পড়ুয়াই বয়সে সবচেয়ে ছোট ।

শনিবার প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে এই অনুষ্ঠান হবে ।এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি ও স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ও তার গুরুকে ধন্যবাদ জানিয়েছে খুদে

বালাকোট সেক্টরে নিখোঁজ বিএসএফ জওয়ান

পুঞ্চ,৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন বালাকোট সেক্টরের ফরোয়ার্ড ভরনিতে কর্মরত অবস্থায় এক বিএসএফ জওয়ান নিখোঁজ রয়েছেন। শুক্রবার থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন।

বিএসএফের এক কর্মকর্তারা শনিবার জানিয়েছেন, বিহারের বাসিন্দা অমিত পাসওয়ান নামে এক বিএসএফ জওয়ানকে শুক্রবার সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিএসএফ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।বালাকোট পুলিশ পোস্টে নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে। নিখোঁজ জওয়ানকে খুঁজে বের করতে ব্যাপক তৎপরতা চলছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

অসমের বঙাইগাঁওয়ে নকল সোনা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার বিহারের পুলিশকর্মী

বঙাইগাঁও (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের বঙাইগাঁও জেলায় নকল সোনা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বিহার পুলিশের এক কনস্টেবলকে।

আজ শনিবার ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে রুটিন তালাশি চালিয়েছিল জিআরপিএফ। তখন সন্দেহের বশে এক ব্যক্তির লটবহরে তালাশি চালিয়ে জিআরপিএফ কর্মীরা নকল সোনা উদ্ধার করেন।

নকল সোনা সহ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ধৃতকে। থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় বিহার পুলিশের কনস্টেবল চন্দন পাসোওয়ানকে। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মসজিদ চত্বরে খুন লস্কর-ই-তৈবার কমান্ডার

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মসজিদ চত্বরে খুন জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার কমান্ডার রিয়াজ আহমেদ আলিয়াস আবু কাশিম।গতকাল রাওয়ালকোটের আল-কুদুস মসজিদ চত্বরে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা রিয়াজকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, আততায়ীরা মসজিদ চত্বরে অপেক্ষা করছিল। রিয়াজ নমাজ পড়তে মসজিদ চত্বরে ঢুকলে খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মসজিদ চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। রিয়াজের বিরুদ্ধে কাশ্মীর উপত্যকায় বেশ কয়েকটি জঙ্গি হামলা ও নাশকতার মামলা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম জানুয়ারিতে ধানগিরি এবং জুনে ধাঙ্গরি এলাকায় নিরাপরাধ বাসিন্দাদের খুন।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে নয়া ঘূর্ণাবর্ত, রাজ্যে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরমের দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস তেমনই। আগামী বুধবার নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে বঙ্গোপসাগরে। এর অভিমুখ হতে চলেছে ওড়িশা। ফলে বুধবার রাজ্যে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, তার আগে কলকাতায় বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। এমনকি দক্ষিণবঙ্গজুড়ে কমবে বৃষ্টিপাত। একই পরিস্থিতি থাকবে উত্তরবঙ্গেও।

এদিন, দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত কম। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কমবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বাড়তে পারে তাপমাত্রা। পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি যেমন অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী চার থেকে পাঁচদিন এমন পরিস্থিতি থাকবে।

মথুরায় এনকাউন্টারে গ্রেফতার পাঁচ দুষ্কৃতী, গুলিবিদ্ধ ৪ দুষ্কৃতী আহত

মথুরা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মথুরার গোবিন্দ নগর থানা এলাকায় এনকাউন্টারে পুলিশ এবং সোয়াট টিমের একটি যৌথ দল পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে চারজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গোবিন্দ নগর থানা এবং সোয়াট টিম খবর পেয়েছিল যে চক্র তীর্থ ঘাটের পিছনে রাস্তায় বসে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের দল সেখানে পৌঁছোলে দুষ্কৃতীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা জবাব দেয়। ৪ জন দুষ্কৃতী আহত হয়। একজন অপরাধী আনাস পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এরিয়া অফিসার সিটি অভিষেক তিওয়ারি জানান, ধৃত সালমান, শাহরুখ, ফয়েজ, রিয়াল, আনাস

মায়ানমারে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় নিহত অন্তত ৫০ জুন্টা সেনা

নে-পি-দ, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মায়ানমারে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় কমপক্ষে ৫০ জুন্টা সেনা নিহত হয়েছেন। পিপলস ডিফেন্স ফোর্স গ্রুপ (পিডিএফ) এবং জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন (ইএও) সারা দেশে শাসকদের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়ে যাওয়ায় গত চার দিনে এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে মায়ানমারের সংবাদমাধ্যম।

গত চার দিনে জুন্টা সেনাদের প্রাণহানির এসব ঘটনা সাগাইং, ম্যাগওয়ে, মান্দালয় ও তানিনথারি অঞ্চলে এবং চিন, শান, সোম ও কারেন প্রদেশে। অবশ্য কিছু সামরিক হতাহতের পরিসংখ্যান স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। প্রতিরোধ গোষ্ঠী বলেছে, বুধবার সাগাইং অঞ্চলের ইয়ানমাবিন টাউনশিপে কিয়াক কোন গ্রামের কাছে ১০০ সৈন্যের একটি সামরিক ইউনিটের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে ইউনিয়ন লিবারেশন ফ্রন্টের (ইউএলএফ)। এতে জুন্টা বাহিনীর পাঁচজন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়।

দেশটির সামরিক সরকারবিরোধী ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (এনইউজি) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, গত মঙ্গলবার মান্দালয় অঞ্চলের সিন্টগু টাউনশিপের শোয়ে পাই গ্রামের পুলিশ স্টেশনে হামলা চালায় পিপলস ডিফেন্স ফোর্স গ্রুপ (পিডিএফ)। রকেটচালিত গ্রেনেড ব্যবহার করা হয় এই হামলায়। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই স্টেশনে কয়েক মিনিট ধরে বন্দুকযুদ্ধ চলে। এতে থানার পুলিশপ্রধানসহ তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। মন্ত্রণালয় আরও দাবি, গত ৪ সেপ্টেম্বর মান্দালয় অঞ্চলের মাদায়া টাউনশিপে তিনটি স্থানীয় প্রতিরোধ গোষ্ঠী যৌথভাবে ল্যান্ড মাইন ব্যবহার করে একটি গ্রামে অভিযান চালায়। ৬০ জন সৈন্যের একটি সামরিক ইউনিটে অতর্কিত হামলা করে। এতে ১৫ জন জুন্টা সেনা নিহত হন।

এদিকে ম্যাগওয়ে অঞ্চলের সো শহরে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। সো পিডিএফ বলেছে, মঙ্গলবার রাতে ম্যাগওয়ে অঞ্চলের সো শহরে শাসক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এছাড়া তানিনথারিতে আবারও সামরিক চৌকিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

ওক অ্যাওয়ে কলাম দাওয়েই বলেছে, অন্যান্য স্থানীয় প্রতিরোধ গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে তারা বৃহস্পতিবার তানিনথারি অঞ্চলের দাওয়েই টাউনশিপের মাউং মে শাউং গ্রামের কাছে সামরিক চেকপয়েন্টে হামলা করে। এতে দুজন সেনা নিহত এবং তিনজন আহত হন।

প্রসংত, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে মায়ানমারের ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী। এর পর গণতন্ত্রের দাবিতে রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশটিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করে।

ফের পৃথক কামতাপুরের দৃঢ় দাবি কেএলও প্রধান জীবন সিংহর

কোচবিহার, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। "যে কোনও উপায়েই পৃথক কামতাপুর বা গ্রেটার কোচবিহারের প্রতিষ্ঠা করা হবে।"''' এক গোপন ডেরা থেকে ভিডিয়ো বার্তায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই হুঁশিয়ারিই দিলেন কেএলও প্রধান জীবন সিংহ।শনিবার প্রকাশ্যে আসা ওই ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ''''যে কোনও উপায়েই হোক গ্রেটার কোচবিহার অথবা কামতাপুর প্রতিষ্ঠা হবে। গ্রেটার কোচবিহার বা কামতাপুর আমার দেশ, আমার মাটি। এখানে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। এটা ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। ভারত সরকার আমাদের ওপর অন্যায় করেছে।'বছরখানেকের বেশি সময় ধরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেও এবারে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করায় প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।গোপন ডেরা থেকে ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ''''মার্জার এগ্রিমেন্ট অনুযায় রাজবংশী মানুষের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারত সরকার স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরেও কোচবিহার একত্রীকরণ চুক্তি রূপায়িত করেনি। বরঞ্চ দেখা গিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র গ্রেটার কোচবিহার এবং কামতাপুরকে ধ্বংস করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।ভারত সরকার চরম বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা করেছে আমাদের সঙ্গে। ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের ওপর অন্যায় অবিচার করছে। বাঙালি যদি বাংলা পেতে পারে, গুজরাতি যদি গুজরাত পেতে পারে, পঞ্জাবিরা যদি পঞ্জাব পেতে পারে, তাহলে কামতাপুরিরা কেন কামতাপুর পাবে না? আমরা কেন কামতাপুরী ভাষার স্বীকৃতি পাব না?''''

জীবন সিংহ বলেন, ''''আমরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেলাম। আমরা মনেপ্রাণে ভারতীয় হতে চাই। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের ভারতীয় বলে মনে করে না। আমরা কামতাপুরে ভারতীয় সংবিধান প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র চায় না সংবিধান প্রতিষ্ঠা করতে।"তাঁর অভিযোগ, "স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে আমরা অংশ নিতে পারলাম না। গ্রেটার কোচবিহার আমার মাটি, আমার দেশ। এই মাটিতে আমার রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। এটা ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। আমাদের জাতি ধ্বংস করার অধিকার কারও নেই। আমরা বীর চিলা রায়ের বংশধর। আমরা কারও কাছে মাথা নত করি না। আমরা অন্যানেয়র বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করব।"তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ''''জীবন সিংহ বরাবর বিজেপির মুখপাত্র হয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন। আজকেও আবার নতুন করে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের ফলাফলের পর তাঁকে দিয়ে আলাদ রাজ্যের দাবি তোলানোর চেষ্টা হচ্ছে, এটা আসলে বিজেপি সুকৌশলে নতুন করে আরও অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে। যতবেশি তারা এই ধরণের কর্মসূচি নেবে, তত বেশি ভরাডুবি হবে। তাই জীবন সিংহ কী বললেন তাই নিয়ে মানুষ চিন্তিত নন।

ভাসুরের ভোজালির কোপে মৃত ভাইয়ের বৌ, ধৃত অভিযুক্ত

দুর্গাপুর, ৯ সেপ্টম্বর (হি. স.) : পাঁচিল তোলা নিয়ে দুই ভাইয়ের পরিবারের টানাপোড়েন। আর তার জেরেই ভাসুরের ভোজালির কোপ ভাইয়ের বৌয়ের ওপর। ঘটনায় অবশেষে মৃত্যু হলে ভাইয়ের বৌয়ের। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের ছোড়া গ্রামে। ঘটনায় অভিযুক্ত ভাসুর স্বাধীন বাউরিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার তাকে আদালতে তোলা হলে, বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম ঝুমা বাউরি (৩৫), অন্ডাল থানার ছোড়া গ্রামের বাসিন্দা। দুই ভাইয়ের বসত জমির ভাগ নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। সম্প্রতি ঝুমা বাউরি পাঁচিল তোলার কাজ করছিল। শুক্রবার তাতে আপত্তি তোলে স্বাধীন বাউরি। এবং নির্মান কাজ বন্ধ রাখতে বলে। অভিযোগ, ওইসময় বচসা থেকে আচমকা ভাসুর স্বাধীন বাউরি তার ভাইয়ের বৌ ঝুমা বাউরির পেটে ভোজালি ঢুকিয়ে দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুরে অবস্থার অবনতি হওয়া ঝুমা বাউরির মৃত্যু হয়। এদিকে শুক্রবারই ঝুমার বাপের বাড়ীর লোকজন অন্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্বাধীন বাউরিকে গ্রেফতার করে। শনিবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

থানার বিরুদ্ধে

● আটের পাতার পর

প্রদীপ নট্ট বাড়তি রোজগারের ধান্ধায় বেআইনি বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রী সহ নেশা কারবারি দের আটক করে প্রমান লোপাট করে সেগুলো রফাদফা করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। কারণ নেশাখোরদের ধরার পরেই সমস্ত ব্রাউন সুগারের কৌটা থেকে শুরু করে ইয়াবা ট্যাবলেট চলে যায় এএসআই প্রদীপ নট্টের পকেটে আর থানায় নিয়ে আসার পথে সুন্দর একটি নাটক তৈরি করে ব্রাউন সুগার বিক্রেতা ও ব্রাউন সুগার সেবনকারীদের নিয়ে। এমনকি বিশালগড় এ ব্রাউন সুগার বিক্রেতা ও নেশা কারবারিদের নিয়ে আসার পর সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের ও ক্যামেরা না করার জন্য স্পষ্ট বারণ করে দেন। আর কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলেন বড়বাবু জানেন। শনিবার বিকাল বেলায় এমনই একটি ঘটনা স্পষ্ট তো নাটক স্বরূপ থানায় মঞ্চস্থ করল বিশালগড় থানার দুই এ এস আই প্রদীপ নট্ট ও বিশালগড় থানায় সবেমাত্র জয়েন করা কাকলি সাহা। শনিবার বিশালগড় বাইপাস এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রেতা বাণী সাং দেববর্মা ও সায়ন দেববর্মা কে আটক করে এলাকাবাসী তাদের কাছে ৩০টি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার উদ্ধার করে। আর ঠিক সেই সময়ই খবর যায় আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাওয়া এএসআই প্রদীপ নট্টের কাছে।শুনা মাত্রই প্রদীপ নট্ট থানায় উচ্চ গলায় সুর হে এস পিও এবং টিএস আর তাড়াতাড়ি চল বিশালগড় বাইপাসে লক্ষী এসেছে। দ্রুতগতিতে বাইপাসের ছুটে গিয়ে ৩০ টি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার সহ দুই জনজাতি যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। থানায় নিয়ে আসার পর সেই সংবাদ সংগ্রহ করতে যায় বিশালগড়ে কর্মরত সাংবাদিকরা ঠিক সেই সময়ই সবেমাত্র বিশালগড় থানায় জয়েন করা এএসআই কাকলি সাহা নিজেকে বিশালগড় থানার এক প্রকার ওসি ভাবেন চট করে সাংবাদিকের ক্যামেরার সামনে হাত দিয়ে বলেন এখন ক্যামেরা করবেন না। বড়বাবু বললে করবেন।পরবর্তী সময়ে উনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ম্যাডাম কয়টা ব্রাউন সুগারে কন্টেইনার পাওয়া যায় তখন তিনি জানান বড়বাবু জানেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া প্রদীপ নট্রকে ফোন করলে উনি জানান দাদা ৩ থেকে ৪ কৌটা পাওয়া যায় তাও খালি। কিন্তু অন্যদিকে প্রায় এক ঘন্টা ধরে বিশালগড় থানার আটক করে রাখা জনজাতি যুবকের কাছ থেকে সাংবাদিকরা গোপন ভাবে তার তথ্য মোবাইল বন্দী করে নিয়ে আসেন সায়ন দেববর্মা জানান দুই হাজার টাকার বিনিময়ে অফিসটিলা রাজেশ ঘোষ ওরপে রাজুর কাছ থেকে ২০০০ টাকা বিনিময়ে ৩০ টি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার ক্রয় করেছেন যখন জিজ্ঞেস করা হয় সেগুলি কোথায়? তখন সে বলে দেয় যে স্যারে আমাদেরকে ধরে এনেছে স্যারে সবগুলা নিয়েছে... বেশ কিছুক্ষণ পর সাংবাদিকরা সে ঘটনা তুলে যাওয়ার মুহূর্তেই ছুটে আসেন এএসআই প্রদীপ নট্ট উনি বলেন যা বলবেন বড়বাবু বলবেন। হঠাৎ করে থানার পেছন দিক থেকে ঘুরে গিয়ে সে জনজাতি যুবক সায়ন দেববর্মার পকেটে কালো প্যাকেটের মধ্যে খালি কয়েকটি কন্টেনার ঢুকিয়ে দেয়। এবং ডিউটিতে থাকা জিডি অফিসার কে দিয়ে তাদের সামনাসামনি পকেট থেকে সে খালি কন্টেইনার গুলি বের করে দেন তাও জিডি অফিসার সেগুলি না গুনে অন্যত্র ফেলে দেয়। কিন্তু বক্তব্য হল যখন কোন অভিযুক্তকে নেশা সামগ্রী সহ আটক করা হয় তখন সেগুলি তার পকেটের দিয়ে দীর্ঘ দেড় ঘন্টা যাবৎ টেবিলে বসিয়ে রাখার পরিস্থিতি নয়। যখন কোন অভিযুক্তকে পুলিশ আটক করে তখন তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়ার নেশা জাতীয় সামগ্রী তখনই পুলিশ সিস করে নেয়। তাহলে কিভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে এএসআই প্রদীপ নট্ট সে যুবকদের কাছে খালি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার গুলো রেখেছেন। যদি সে যুবকদের কাছে খালি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার থাকে তাহলে কেন সে দুই যুবককে পুলিশ দিয়ে থানায় তুলে আনেন? সে কন্টেইনার গুলি যে ব্রাউন সুগারের কন্টেনার প্রদীপ নট্ট কি করে জানতে পারলেন? কেনই তাদেরকে দীর্ঘ সময় থানায় আটক করে রেখে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল করার জন্য নিয়ে যান? বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন উঠে আসছে উনার এই ভূমিকায়। সে খবর ছড়িয়ে পড়ে বিশালগড় সাংবাদিক মহলে।তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি বিশালগড় থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার তাপস দাসকে বিষয়টি ফোনে জানানোর পর উনি বলেন আপনার আসুন থানায়। সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর সমস্ত বিষয় জানানো হয় বিষয়টি তিনি তদন্ত করবেন। পাশাপাশি কর্মরত সাংবাদিকদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা করা হয় না কেন তাও স্পষ্ট জানানো হয় ।কোন তথ্য চাইলে ওনারা দিতে নারাজ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে দমদমের কিশোরীর মৃত্যু

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। কলকাতায় ফের ডেঙ্গি আক্রান্তর মৃত্যু হল। বেলেঘাটা আইডি-তে মৃত্যু হল দমদম মতিঝিলের এক কিশোরীর। ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গি শক সিন্ড্রোমের উল্লেখ রয়েছে।বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল সূত্রে খবর, ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে দমদমের মতিঝিলের ১৬ বছরের কিশোরী মধু সিংহ। অসুস্থ অবস্থায় শুক্রবার তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে।দমদম এলাকায় এক পুর হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন ওই কিশোরী। সেই হাসপাতালের কথাতেই প্রথমে বিকেলে কলেজ স্ট্রিটের একটি হাসপাতালে ও তারপর সেখানকার চিকিৎসকদের পরামর্শে শারীরিক অবস্থায় অবনতি হওয়াতে শুক্রবার সন্ধেয় তাঁকে ভর্তি করা হয় বেলেঘাটা হাসপাতালে। আর শনিবার দুপুর নাগাদ দমদমের ওই কিশোরীর মৃত্যু হয়।যখন বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ওই কিশোরীকে নিয়ে আসা হয়, তখনই তাঁর ডেঙ্গি শক সিনড্রোমের মতো পরিস্থিতি ছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। হাসপাতালে ভর্তি করার পর দ্রুত সিসিইউতে স্থানান্তর করে সবরকম চেষ্টা করা হলেও বাঁচানো যায়নি ওই কিশোরীকে।নাইসেডের পাঠানো রিপোর্ট বলছে, এবছর দাপট দেখাচ্ছে, ডেঙ্গির ডেন টু ও ডেনথ্রি স্ট্রেন। ডেঙ্গি রোগের জীবাণু বহণ করে এডিস ইজিপ্টাই মশা। পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে এই মশা। পুরো জীবনচক্রে মশার শরীরে ডেঙ্গির জীবাণু বেঁচে থাকে। ফলে স্ত্রী মশা ডিম পাড়লে তার মাধ্যমে জন্মানো নতুন মশার শরীরেও ডেঙ্গির জীবাণু সংক্রমিত হয় এবং সেই মশা কামড়ালে রোগ ছড়ায় মানুষের শরীরে।

হারের পর বিজেপি-র অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে, প্রকাশ্য পোস্ট বিজেপি নেতার

জলপাইগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। ধূপগুড়িতে পরাজয়ের পর উত্তরবঙ্গে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে।মূলত, লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ক্ষুরধার স্লোগান নিয়ে ময়দানে নেমেছে। তার মধ্যে অন্যতম যে বিষয়গুলি, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে প্রতিবাদ হোক, কিংবা পাল্টা নিয়োগ দুর্নীতিই ইস্যুই উঠে আসুক, মোটের উপর স্লোগান বান নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোমড় বেঁধে নেমেছে শাসকদল ও বিজেপি।প্রসঙ্গত, বিজেপির তরফে স্লোগানের মধ্যে যেগুলি অন্যতম, ""'পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সবাই চোর।' পাশাপাশি 'চোর ধরো, জেলে ভরো।" তবে যে তৃণমূলকে তোপ দাগার জন্য গেরুয়াশিবির ঘাম ঝরিয়ে স্লোগানে শান দিচ্ছিল, সেখানে নয়া মুখের মিশেল। কখনও কখনও শাসকদল ছেড়ে আসা ""'দলবদলুদের' মুখেও শোনা যাচ্ছিল সেই স্লোগান। অর্থাৎ দল বদলে ছেড়ে আসা দলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছেন অনেকেই। যা নিয়ে কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি তৃণমূল।এনিয়ে কম সংঘাত হয়নি দুই দলেরই অন্দরে। অর্থাৎ যারা দলের "আদি" বলে দাবি করেন, তাঁদের একাংশ বরাবরই বিরোধিতা করেছেন। একুশের আগে ও পরে। তবে এবার সদ্য ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরেও সবুজ ঝড়ে উসকে গিয়েছে সেই স্লোগান। একধাপ এগিয়ে এবার শব্দবাণ দাগলেন জেলা বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক অজয় সাহা।'তৃণমূল থেকে অসৎ ব্যক্তিদের নিয়ে দল ভরানো হচ্ছে। তার পরিণামে এই ফল, মন্তব্য জেলা বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক অজয় সাহার। ""'চোর ধরো জেল ভরো পরিণত হয়েছে চোর ধরো, ঘর ভরোতে" সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন বিজেপি নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। বিষয়টিকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ জেলা বিজেপি সভাপতি।

রিয়াংপাড়া

● প্রথম পাতার পর

মানুষ প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করেন, গ্রামের রাস্তারও বেহাল দশা। যদিও এই রাস্তায় ইট আছে, কিন্তু রাস্তার অনেক জায়গায় ইট উঠে গেছে, রেগার নামে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হলেও রাস্তা বন জঙ্গল কাটতে পঞ্চায়েতের কোনো উদ্যোগ নেই ,গ্রামে প্রধান সমস্যা হল পানীয় জল তবে জলের কোন উৎস চোখে পড়ে নি, উৎস আছে কিন্ত অচল,যদিও গ্রামের প্রবেশের মুখে ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের একটি টেপ পয়েন্ট আছে কিন্ত জলের পরিমাণ খুব কম পুরো পাড়ার লোক এই টেপ পয়েন্ট থেকে জল সংগ্রহ করে ,এই অবস্থায় সকাল থেকে পানীয় জলের সংগ্রহের জন্য লাইন ধরতে হয়। এই নিয়ে প্রায় সময় নিজেদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকে যদিও এই পাড়ায় একটি অঙ্গণওয়ারি কেন্দ্র রয়েছে ,সরকারি ভাবে এই সেন্টারের পাশে একটি জলের ফিল্টার নির্মাণ করা হয়েছে তবে জলের ট্যাংক টি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে,এই অবস্থায় সেন্টারের কর্মীদের অনেক দূর থেকে জল সংগ্রহ করে আনতে হয় এই পাড়ার প্রায় বেশ কিছু পরিবারকে পানীয় জলের জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয় ,এই পরিবার গুলোর জন্য পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য অন্য কোনো উৎস নেই ,এমন অভিযোগ করলেন এই গ্রামের প্রবীণ মহিলা বাসন্তী রিয়াং তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান পানীয় জলের বেহাল অবস্থার কথা ,টিলা ভূমি হওয়ায় এই এলাকায় কোনো উৎস নির্মাণ করা যায় নি সরকারি উৎস বিমুখ হয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগন টিলার পাদদেশে অপরিশ্রুত জল কাঁদায় পরিবেষ্টিত একটি কুয়া থেকে নোংরা জল সংগ্রহ করে এই জলই পান করে তৃষ্ণা মেটান জানান বাসন্তী রিয়াং,এই দিকে ব্লকে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ চলছে কিন্ত এই গ্রামে প্রতি বাড়িতে জল সরবরাহ করার কথা থাকলেও তার নামগন্ধ নেই, বাড়ির সামনে পাইপ লাইন দেওয়া হলেও জলের দেখা নেই ,জল না পড়ায় অনেকে জলের পয়েন্ট ভেঙে নিয়েছে, অথচ এই সমস্যার কথা সবাই জানেন , স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরাও ওয়াকিবহাল ।কিন্ত সমস্যার সমাধানে কারো কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় নি, যার খেসারত ভোগ করতে হচ্ছে এই গ্রামের সব অংশের জনগনের ,সরকার ও সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা যদি এর আশু উদ্যোগে সামিল না হয় তাহলে গিরিবাসীদের দুর্ভোগ বাড়বে বই কমবে না, বাড়বে কলেরা সহ ডাইরিয়ার মত নানা জটিল রোগের।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রটি হল আমাদের সকলের কাছে সামনের দিকে এগিয়ে চলার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

অস্থির ও অনিশ্চিত বিশ্ব অর্থনীতি বা উত্তর-দক্ষিণ ভেদাভেদ কিংবা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দূরত্ব অথবা খাদ্য, জ্বালানি ও সারের ব্যবস্থাপনা কিংবা সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধের মোকাবিলা অথবা স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা — যাই হোক না কেন, আমাদের সুনির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে নিয়ে আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলতে হবে। শুধুমাত্র বর্তমান কালের জন্যই নয়, সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেও এই কাজে আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বন্ধুগণ,

ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকাল হল দেশে তথা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি প্রচেষ্টার এক বিশেষ প্রতীক, যা সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার বার্তা বহন করে।

আজকের এই সম্মেলন প্রকৃত অর্থে সাধারণ মানুষেরই জি-২০ সম্মেলন। কোটি কোটি ভারতীয় যুক্ত রয়েছেন এই প্রচেষ্টার সঙ্গে। ভারতের ৬০টিরও বেশি শহরে ২০০-টিরও বেশি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সম্মেলন উপলক্ষে।

'সবকা সাথ' — এই মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভারত জি-২০-তে আফ্রিকা ইউনিয়নের স্থায়ী সদস্যপদের প্রস্তাব এনেছে। আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা সকলেই এই প্রস্তাবটিতে একমত হবেন।

আজকের পরবর্তী কর্মসূচিতে যাওয়ার আগে আপনাদের সকলের সম্মতি নিয়ে আমি আফ্রিকা ইউনিয়নের চেয়ারপার্সনকে আমন্ত্রণ জানাই জি-২০-র এক স্থায়ী সদস্য রূপে তাঁদের স্থানটি বেছে নেওয়ার জন্য।

আইএনডিআইএ জোটের কাজ শুরু ! অন্ডালে সিপিএমের বন্ধ কার্যালয় খোলালেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি

দুর্গাপুর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দেশেজুড়ে বিরোধী জোট জোর চর্চা। তার মাঝে আসানসোল দুর্গাপুরে আইএনডিআইএ জোটের কাজ শুরু হল। খনি অঞ্চলে দীর্ঘদিনের বন্ধ থাকা বামেদের শ্রমিক সংগঠনের অফিস তালা খুলে তৃণমূল বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি। তাও আবার বামফ্রন্টের প্রাক্তন সাংসদকে সঙ্গে নিয়ে বামেদের দলীয় কার্যালয় খোলার অভয় দান দিলেন বিধায়ক। শুক্রবার রাত্রে এমনই নজিরবীহিন ঘটনার সাক্ষী রইল অন্ডালের কাজোড়ায়প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক অশান্তির জেরে অন্ডালের কাজোড়ায় সিপিএমের দলীয় কার্যালয়টি তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ নিয়ে যখন সরগরম। শুক্রবার রাত্রে তখন কার্যত উল্টো ছবিই ধরা পড়ল কাজোড়ায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সিপিএমের কার্যালয় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খোলালেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন সিপিআইএমএর প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। তাকে সঙ্গে নিয়ে এদিন ওই কার্যালয় টি খোলালেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শুধু তাই নয়, পুস্পস্তবক দিয়ে সম্মানও জানালেন। এমনকি একসঙ্গে বসে চা পানও করলেন। চা চক্রে কলেজ জীবনের স্মৃতি চারণাও করলেন দুই দলের দুই নেতা। অন্ডালের কাজোড়া মোড়ে সিপিএম কার্যালয়টি খুলে দেওয়ায় খুশি বাম কর্মী সমর্থকরা। একটি ঘটনা সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক সমীকরণকেই বদলে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। আগামী ২০২৪ লোকসভাকে পাখির চোখ করে আসরে নেমেছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম সহ একাধিক বিজেপি বিরোধীদল। ইতিমধ্যে আইএনডিআইএ নামে নতুন জোট তৈরী করেছে। এমনকি ওই জোটের বেশ কয়েকটি বৈঠকও হয়েছে। যদিও ওই জোট নিয়ে কটাক্ষ শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। এদিনের ঘটনাকে আইএনডিআইএ জোটের কাজ শুরু বলে ধারনা রাজনৈতিক মহলের।বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই জানান,' এতদিন রাজ্যে তৃণমূল ও সিপিএম পরস্পর বিরোধী বলে সাফাই দিচ্ছিল। ইদানীং রাজ্যের বাইরে তাদের গাঁটছড়া ছিল, এবার রাজ্যেও সেই গাঁটছড়ার প্রমান দিল। তবে যতই জোট করুক, কেন্দ্রে আবারও বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। এবার ৪০০ বেশী আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসব।'

প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিএম নেতা বংশগোপাল চৌধুরী বলেন,' নির্বাচনে সামন্য মনোমালিন্য হয়। কার্যালয়টি বন্ধ ছিল। নরেন আমার কলেজ জীবনের ছোট ভাই। একসঙ্গে চা খেলাম, গল্প করলাম।' যদিও পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন,' পঞ্চায়েত ভোটের সময় অশান্তির জেরে বন্ধ ছিল সিপিএমের পার্টি অফিস। মমতা ব্যানার্জীর আদর্শে অনুপ্রানিত। রাজনৈতিক মতভেদ থাকতে পারে। রাজনৈতিক কাজ যাতে করতে পারে তারজন্য সিপিএমের কার্যালয়টি খোলানো হল।'

সাংসদের সঙ্গে সেলফি তুলে বিতর্ক, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিবাদ মঞ্চে ইসিএল আধিকারিক

দুর্গাপুর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিসির প্রতিবাদ সভায় ইসিএল আধিকারিক। মঞ্চ আলোকিত করার মুহুর্তও মোবাইল বন্দি করলেন। মঞ্চে বসেই তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে তুললেন নিজস্বী। সরকারি আধিকারিকের রাজনৈতিক মঞ্চে ওঠা নিয়ে শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক। শনিবার এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল দুর্গাপুরের লাউদোহার ঝাঁঝরা কোলিয়ারি ময়দানে। ওই আধিকারিককে সাসপেন্ড করার দাবী তুলল বিজেপি।

প্রসঙ্গত, কয়লাখনি বেসরকারীকরনের প্রতিবাদে সরব হয়েছে রাজ্যের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। শনিবার লাউদোহার ঝাঁঝরায় ছিল তাদের প্রতিবাদ সভা। এদিন উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, সাংসদ শতাব্দী রায়, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন জি-টোয়েন্টি সম্মেলন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন,' প্রধানমন্ত্রী নিজের প্রচার নিতে খুব ভালোবাসেন। তাই এধরনের সম্মেলন করছেন।' ততক্ষনে হাজির হয়েছেন অভিনেতা তথা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। আর ওই সভা মঞ্চ আলোকিত করে বসে পড়লেন রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা উত্তোলক সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল লিমিটেডের (ইসিএলের) ঝাঁঝরা প্রজেক্ট ম্যানেজার কৌশিক কুমার খাঁ। শুধু তাই নয়, বিশেষ ওই মুহুর্তের ছবি মোবাইল বন্দি করলেন নিজেই।তৃণমূল সংসদ শত্রুঘ্ন সিনার সঙ্গে সেলফিও তুললেন। আবার মঞ্চেই সাংসদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তবে উপস্থিতি সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে বেগতিক বুঝে নেমে পড়লেন কৌশিকবাবু। তবে রাজনৈতিক মঞ্চে এভাবে উঠে, তাও আবার প্রতিবাদ মঞ্চ, সেখানে কেন উঠলেন সেই প্রশ্ন জিজ্ঞসা করতেই টান অফিসে ঢুকে পড়লেন। অফিসে গিয়ে প্রশ্ন করা হলে নিজের ভুল বুঝে প্রশ্ন বাণে কৌশিকবাবু মাথা চাপাড়াতে শুরু করেন। এবং সাফাই দেন,' অভিনেতা তাই তাকে দেখার জন্য গিয়েছিলাম। কাছে পেয়ে ছবি তুললাম।' শুধু কি ছবি তোলার শখে মঞ্চ উঠলেন? আবারও প্রশ্ন করা হলে, বেগতিক বুঝে অফিস ছেড়ে দৌঁড়ে পালালেন কৌশিক বাবু। এদিকে একজন সরকারি আধিকারিকের রাজনৈতিক মঞ্চে ওঠা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।

বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই বলেন,' সরকারি আধিকারিক হয়ে এভাবে অফিস ছেড়ে রাজনৈতিক মঞ্চে ওঠা উচিত নয়। উনি তৃণমূলের দাসত্ব করেন, এদিনের ঘটনায় প্রমান করে। তীব্র প্রতিবাদের পাশাপাশি, ওই আধিকারিককে সাসপেন্ড করার দাবি জানাচ্ছি।' তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা পান্ডবেশ্বর বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন,' শত্রুঘ্ন সিনহা ঢুকতেই অনেক সিপিএম ও বিজেপি কর্মী ছবি তোলার জন্য এসেছিলেন। সেরকমই ইসিএলেরও কয়েকজন আধিকারিক ছবি তোলার জন্য এসেছিলেন।'

ইউটিউবে ড্রাগন ফলের চাষ দেখেই বাজিমাত করলেন আব্দুল জোহাদ

মহঃবাজার, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) ইউটিউবে ড্রাগন ফলের চাষ দেখেই আগ্রহ তৈরি হয়। আজ বাড়িতে বসেই ড্রাগন ফল বিক্রি করে বাজি মাত করছেন আব্দুল জোহাদ। শুধু কি তাই ড্রাগন চারা কিনতে আসছে বহু মানুষ। ইতিমধ্যেই ড্রাগন ফল চাষের পদ্ধতি জানাতে নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুলে হাজার হাজার ভিউয়ার তৈরি করে ফেলেছেন বীরভূমের মহঃবাজারের এই প্রবীন।ইউটিউব এ ড্রাগন চাষের পদ্ধতি ও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানার পর থেকেই আগ্রহ বাড়তে থাকে।বিদেশে এই ক্যাকটাস জাতীয় গাছ চাষ হলে বীরভূমের রাঙামাটিতে কেন চাষ হবে না?তাই শুরু চ্যালেঞ্জ নিয়ে পরীক্ষা মূলক চাষ।াড়ির ছাদে ড্রাগন ফলের চাষ করে নতুন দিশা দেখাচ্ছেন আব্দুল জোহাদ।আজ থেকে দুবছর আগে নদীয়া এক বাগানীর কাছ থেকে চার টি ড্রাগন চারা কিনে বাড়ির ছাদে চাষ শুরু করেন। এখন দেড় হাজার স্কোয়ার ফিট বাড়ির ছাদ জুড়ে শুধু ড্রাগন ফলের চাষ। ফলের চাষ করে নতুন দিশা দেখাচ্ছেন মহঃবাজারের কাঁইজুলির বাসিন্দা আব্দুল জোহাদ।

দোতলা বাড়ির নীচ থেকে উপর পর্যন্ত শুধুই ড্রাগন গাছ। সিমেন্টের পোলের উপর সাইকেলের টায়ার দিয়ে তৈরি মাচাতে ফুটে রয়েছে ড্রাগল ফুল।আর মাচার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে গোলাপি লাল রঙের ড্রাগন ফল। এই ছাদ বাগানে কয়েকবছর ধরে ড্রাগন ফলের চাষ করে চলেছেন মহঃ বাজার বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী আব্দুল জোহাদ।আব্দুল জোহাদ এর আদিবাড়ি মহঃবাজার ব্লকের সাহানগরে।১৯৮০সাল থেকে বসবাস মহঃ বাজারে থাকেন।চ্যালেঞ্জ নিয়েই শুরু করেন ক্যাকটাস জাতীয় এই ড্রাগনের চাষ।প্রথমে নিজের হাতে সিমেন্টের বড় বড় গামলার মতো টব বানিয়ে ও সিমেন্টের পোল দিয়ে মাচা করে শুরু করেন নিজের ছাদ বাগানে ড্রাগন ফলের চাষ।এই চাষে সফলতা আসতেই বাড়তে থাকে গাছের সংখ্যা।বাড়তে থাকে চাষের জমির পরিমাণ ও।বর্তমানে গ্রামের বাড়িতে তিন বিঘা জমিতে ১০০ বেশি সিমেন্টের খুটি পুঁতে চাষ শুরু করেছেন।আব্দুল জোহাদ জানান, ইউটিউব দেখে প্রথম আগ্রহ তৈরি হয়। কাঁটা গাছ লাগানো নিয়ে প্রথম বাড়ির লোকজন খুবই আপত্তি করেছিল। তবুও জেদ ছাড়ি নি। বিদেশি এই ক্যাকটাস জাতীয় গাছে ফল ফলানোর চ্যালেঞ্জ নিয়েই এই চাষের শুরু।এই গাছ ছাদবাগানে সহজেই লাগানো যায় ও অল্প পরিচর্যা করে ভালো ফলন পাওয়া যায়।এই ফলের পুষ্টিগুণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি।এই ফল ক্যানসার, থাইরয়েড প্রতিরোধ করে, হার্টকে সুস্থ রাখে,ওজন কমায়, হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে।এতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম থাকে।এই ফলের পুষ্টিগুণের জন্য চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।আব্দুল জোহাদ এর স্ত্রী ওয়াহিদা বেগম বলেন,উনি একেবারে গাছ পাগল মানুষ।ভোর পাঁচটা থেকে শুরু করেন গাছের পরিচর্যা।বাড়ি ছাড়া ও রামপুর, গোপালনগরেও বাগান বানিয়েছেন।শুধু বাগান করেই থেমে থাকেন নি তিনি। ইতিমধ্যেই ড্রাগন গাছের চারা তৈরি করে বিক্রি শুরু করেছেন। মহঃবাজারের বহু বাড়িতে এখন তার দেখানো পথে হচ্ছে ড্রাগন চাষ। ৫০/১০০ টাকা দামে বিক্রি করছেন চারা।আব্দুল জোহাদ এর মেয়ে জাহানারা খাতুন বলেন, বাবা গাছ ভালোবাসেন।এটা বাবার শখের বাগান।বাবা যখন এই ক্যাকটাস জাতীয় গাছ লাগান তখন বারণ করেছিলাম তবুও শোনেন নি।তারপর যখন দেখলাম গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে উঠলো আর লাল লাল ড্রাগন ফল ধরতে লাগলো তখন কিভাবে যে এই ফলের প্রেমে পড়ে গেলাম জানি না। ফলগুলো খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।াড়িতে বসেই ৩০০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন ড্রাগন ফল।আব্দুল জোহাদ তার নিজের ছাদ বাগানের নাম দিয়েছেন জোহাদ কৃষি উদ্যোগ। সেই নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলে ড্রাগন চাষের খুঁটিনাটি পরামর্শ দিচ্ছেন আব্দুল জোহাদ সাহেব। ভোরে উঠে গাছের পরিচর্যার পাশাপাশি শরীর চর্চা ও হচ্ছে।শরীর সুস্থ, নিরোগ রাখতে তিনি ব্যবসার থেকে ও এখন বেশি মনোনিবেশ করেছেন ড্রাগন ফলের চাষে।

দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ঘোষণা করেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজনেরা। তবে কিভাবে কুয়াতে পড়েছে সে বিষয়টা নিয়ে ধন্দে এলাকাবাসী। কারোর ধারণা আত্মহত্যা, আবার কারোর ধারনা খুন। এখন দেখার বিষয় পুলিশের তদন্তে কি বের হয়ে আসে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া ফলে কুমারঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মধুমিতা

● প্রথম পাতার পর

অনেকটাই স্থিতিশীল অবস্থাতে রয়েছে তার গ্রাম। তারপরেও ভাবতে অবাক লাগে কতটা প্রতিভার অধিকারিনী হলে পরে ব্রাজিল জার্মানির মতো উন্নত পরিকাঠামোতে বড় হওয়া প্রতিযোগিনীদের পেছনে ঠেলে সফলতার শিখরে পৌঁছে গেল কল্যাণপুরের প্রান্তিক গ্রামের মধুমিতা। তার এই সফলতার খবরে গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে তার ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা, সফল হতে গেলে সামনে যত প্রতিকূলতা আছে সেগুলোকে হেলায় তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যের দিকে।

পুজো দিলেন অক্ষয় কুমার

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আজ ৫৬ বছরে পা দিলেন অক্ষয় কুমার। নিজের জন্মদিনে শনিবার মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন অভিনেতা। অভিনেতার একমনে ঈশ্বরের নাম সংকীর্তনের ছবি, ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।এদিন সকালে সপরিবারে উজ্জয়নের বাবা মহাকালেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে যান 'বলিউডের খিলাড়ি'। সেখানে গেরুয়া বসন পরে প্রথমে জ্যোতির্লিঙ্গে ভস্ম আরতি করে পরে শ্রী মহাকাল লোকে যান তিনি। দেখা যায় অক্ষয়ের বোন, ভাগনি এবং ছেলে আরবকেও। ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ানও ছিলেন বলিউড সুপারস্টারের সঙ্গে। এদিন সকালে ইন্দোর বিমানবন্দরে নেমেই সোজা মহাকালেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন অক্ষয় কুমার ও শিখর ধাওয়ান।

করিমগঞ্জে মাও সে—তুঙের ৪৮-তম মৃত্যু দিবস পালন এসইউসিআই (ক)-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ চিন বিপ্লবের রূপকার মাও সে—তুঙের ৪৮-তম মৃত্যু দিবস পালন করেছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত মাও সে—তুঙের স্মরণ দিবস উপলক্ষ্যে গোটা দেশে দলের অফিসে রক্ত পতাকা উত্তোলন এবং প্রকাশ্য স্থানে নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও তাঁর রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ, আলোচনা সভা ইত্যাদি কার্যসূচি আজ পালন করেছেন দলের নেতাকর্মীরা।

শনিবার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর করিমগঞ্জ জেলা পার্টি অফিস প্রাঙ্গণে সকাল ৯-টায় রক্ত পতাকা উত্তোলনের পর দলীয় কার্যালয়ে লাল সালু দিয়ে সুসজ্জিত টেবিলে প্রতিষ্ঠিত মাও সে—তুঙের প্রতিকৃতিতে একে একে মাল্যদান করেন দলের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য এবং জেলা কমিটির সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য, জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য পরিমল চক্রবর্তী, জেলা কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য সুজিতকুমার পাল, দলের অন্যান্য প্রবীণ সদস্যবৃন্দের মধ্যে অলোক চৌধুরী, দেবব্রত শুক্ল, দুর্গাপদ দেশমুখ, এআইডিএসও-র অন্যতম সংগঠক জয়দীপ দাস সহ অন্যরা।এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় মাও সে—তুঙের স্মৃতিচারণ সভা। সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন অরুণাংশু ভট্টাচার্য, পরিমল চক্রবর্তী প্রমুখ।

লাল বাহাদুরের জয় রুখে দিল রামকৃষ্ণ

ড্র ম্যাচে গোল, কার্ড, পয়েন্ট সবই সমান

লাল বাহাদুর: ২ রামকৃষ্ণ ক্লাব: ২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ভাইটাল ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। সবই সমান সমান। দুই দলের দুটি করে গোল। একটি করে লাল কার্ড। পয়েন্ট ভাগাভাগিতে এক-এক করে দুই দল। ক্ষতি দুই দলেরই, তবে বেশি ক্ষতি লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের। কেননা ইতোমধ্যে তারা গত ম্যাচেও হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে। নিজেদের চতুর্থ ম্যাচের মাথায় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যাচ দুই-দুই গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। ভাইটাল ম্যাচ ছিল। কার্যত রামকৃষ্ণ ক্লাবের জয়ের ধারা ব্যাহত করে দিল লাল বাহাদুর। পক্ষান্তরে বলা যায়, লাল বাহাদুরের নিশ্চিত জয় রুখে দিল রামকৃষ্ণ ক্লাব। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ১৮ তম ম্যাচে আজ লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাবের খেলাটি দুই দুই গোলে ড্র তে শেষ হয়েছে। তবে শ্যাম কুমারের জোড়া গোলে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে ছিল। অন্তিম মুহূর্তে রামকৃষ্ণ ক্লাবের এলেন সিংয়ের গোলে ম্যাচে সমতায় ফিরিয়ে আনে। তবে প্রথমার্ধের দুই গোলে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ২-০ তে লিড নিলেও দ্বিতীয়ার্ধে একটু রক্ষণাত্মক খেললে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিধ্বংসী আক্রমণে শেষ পর্যন্ত দুটি গোলই শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ৭ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল শ্যাম কুমারের। দ্বিতীয় গোল ৪১ মিনিটের মাথায়। দুই গোলে এগিয়ে লাল বাহাদুর শিবিরে স্বস্তির সঙ্গে জয়ের বাতাবরণ দেখা গেলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ৭৩ মিনিটের মাথায় কাচাং জমাতিয়া একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। খেলার শেষ মুহূর্তে ইনজুরি টাইমে এলেন সিং দ্বিতীয় গোলটি শোধ করলে আর জয় সূচক গোলের সন্ধান দিতে কারোর হাতেই সময় ছিল না। এদিকে খেলার শেষ মুহূর্তে রামকৃষ্ণ ক্লাবের রোশন সিং এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের রোনালদো দেববর্মা কে রেফারি লাল কার্ড দেখিয়ে একই সঙ্গে মাঠ থেকে বের করে দেন। উল্লেখ্য, খেলার ৩২ মিনিটের মাথায় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের ম্যানেজার দেবায়ন বণিককেও অখেলোয়ার সুলভ আচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন টিংকু দে, বিপ্লব সিংহ, পল্লব চক্রবর্তী ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: এগিয়ে চলো সংঘ বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব। বিকেল সাড়ে তিনটায় , উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

বছর শুরুতে শেষ দেখার পর

আজ ফের এগিয়ে চলো-ফরোয়ার্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। বছর শুরুতে দুই দলের শেষ সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ৪ জানুয়ারি, চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলের সুপার ফোরের খেলায়। ২৪৮ দিন পর ফের এগিয়ে চলো এবং ফরওয়ার্ড ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। দ্বিতীয় ডার্বি ম্যাচ আগামীকাল। তাতে মুখোমুখি হবে লিগের শীর্ষে থাকা তথা শিল্ড জয়ী এগিয়ে চলো সঙ্ঘ এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফরোয়ার্ড ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। আপাতত ৩ ম্যাচে খেলে সবকটিতে জয় পেয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবের সঙ্গে শীর্ষে রয়েছে কর্ণেন্দু দেববর্মা-র এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। একটি বেশি ম্যাচ খেলে রামকৃষ্ণ ক্লাব দশ

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
রামকৃষ্ণ	৪	৩	১	০	১১-৪	১০
এগিয়ে চলো	৩	৩	০	০	৭-০	৯
লালবাহাদুর	৪	২	১	১	১১-৩	৭
ফরোয়ার্ড	৩	২	১	০	৬-৩	৭
ত্রিবেণী সংঘ	৫	২	১	২	৫-৮	৭
জুয়েলস	৪	১	০	৩	৯-১০	৩
টাউন ক্লাব	৪	১	০	৩	৫-৯	৩
ফ্রেন্ডস ইউ:	৫	১	০	৪	৯-১৭	৩
বীরেন্দ্র ক্লাব	৪	১	০	৩	৫-১৪	৩

পয়েন্ট পেয়ে এখন এককভাবে শীর্ষে। ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান রয়েছে সুভাষ বসু-র ফরোয়ার্ড ক্লাব।

শেষ ম্যাচে ত্রিবেণী সঙ্ঘের বিরুদ্ধে দাপটের সঙ্গে খেলেও শুধুমাত্র আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় বিপক্ষের জাল নাড়াতে পারেনি ফরোয়ার্ড ক্লাব।

ফলে ২ পয়েন্ট হাতছাড়া করে মাঠ ছাড়তে হয়েছিলো রতন কিশোর জমাতিয়া-দের।

ওই ব্যর্থতা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ফরোয়ার্ডের ফুটবলারদের। শনিবার অনুশীলনে ময়দানের লাকি কোচ সুভাষ বসু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের উপরই বেশী জোর দেন। শুরুতে কন্ডিশনিং, শেষে ম্যাচের বিভিন্ন কাঙ্খিত পরিস্থিতি নিয়ে অনুশীলন করানও হয় ফুটবলারদের। আজ ফেভারিট হিসাবে এগিয়ে চলো মাঠে নামলেও দল পাবে না রক্ষণভাগের স্তম্ভ জয় চন্দ্র সিংকে। গেলো ম্যাচে লালকার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন মনিপুর থেকে আসা ওই ফুটবলারটি। ওই জায়গাটা মনিয়েই কিছুটা চিন্তিত শিল্ড জয়ী দলের কোচ কর্ণেন্দু।

তবে বিশ্বাস করেন, ছেলেরা যদি নিজেদের ছন্দে খেলতে পারে তাহলে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়বোই। ময়দানের লাকি কোচ মনে করেন,'ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে ছেলেরা। ডার্বি ম্যাচে অন্য রূপে দেখা যাবে ফুটবলারদের। আমরা জয় ছাড়া কিছুই ভাবছি না। আক্রমণভাগের ফুটবলাররা যদি ছন্দে থাকে তাহলেই চলবে'। এদিকে ছুটির দিনে বড় ম্যাচ হওয়ায় ফুটবলপ্রেমীরাও মাঠে ভিড় জমাবে আশা করছেন রাজ্য ফুটবল সংসথার কর্তারা।

রাজ্য অনূর্ধ ৯ দাবা আজ সম্পন্ন,

মেট্রিক্সের দাবাড়ুরাই শীর্ষে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। দাপট মেট্রিক্সের দাবাড়ুদের। অনূর্ধ-৯ রাজ্য দাবার বালক এবং বালিকা -উভয় বিভাগেই। শনিবার থেকে দুদিনব্যাপী রাজ্য আসর শুরু হয় এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে। প্রথম দিনে ৩ রাউন্ডের খেলা হয়। বালক বিভাগে ৩ রাউন্ড শেষে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে রুদ্দর মজুমদার, অন্তরীপ আচার্য এবং বালিকা বিভাগে আরাধ্যা দাস শীর্ষে রয়েছে। ৩ জনই মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু। বালক বিভাগে আসরে অংশ নেয় ১৯ জন দাবাড়ু। আজ সকালে চতুর্থ রাউন্ডে রুদ্র এবং অন্তরীপের মধ্যে যে জয় পাবেই সেই রাজ্য সেরার দিকে এগিয়ে যাবে। বালক বিভাগে আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আদ্রুশ কর্মকার এবং পীতম্বর দেবনাথ। বালিকা বিভাগে অংশ নিয়েছে ১২ জন দাবাড়ু। ৩ রাউন্ডে শেষে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে আরাধ্যা-র রাজ্য সেরা হওয়া অনেকটাই নিশ্চিত। আজ সকালে হবে শেষ রাউন্ডের খেলা। আড়াই পয়েন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অদ্রিজা সাহা। খেলা পরিচালনা করছেন রাজ্যের প্রথম আন্তর্জাতিক আরবিটর প্রদীপ কুমার রায়।

ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় ব্যাডমিন্টনে

মিশ্র ফলাফল ত্রিপুরা দলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য দলের ছেলেরা কিন্তু দারুণ সাফল্যের সঙ্গে এগুচ্ছে। মেয়েরা প্রথম রাউন্ডের খেলায় তেমন একটা সাফল্য পেতে পারেনি। ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত জাতীয় জুনিয়র তথা অনূর্ধ ১৯ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে রাজ্য দল মিশ্র ফলের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে।

প্রথম দিনের খেলায় আজ, শনিবার অনূর্ধ ১৯ বালকদের সিঙ্গেলসে ত্রিপুরার সিদ্ধার্থ ভেঙ্কট রামন ২১-১১, ২১-৬ পয়েন্টে উড়িষ্যার অমিয় কুমার নায়েক কে পরাজিত করেছে। অপর খেলায় ত্রিপুরার এলেক্স দেববর্মা ২১-১৫, ২১-১৫ পয়েন্টে মেঘালয়ের গৌরব কুমার সিংকে পরাজিত করেছে। মেয়েদের বিভাগে সিঙ্গেলসে ত্রিপুরার প্রীতিপর্ণা সাহা ৭-২১, ৮-২১ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রের তারা শাহ”র কাছে পরাজিত হয়েছে। বালিকাদের ডাবলসে ত্রিপুরার শিঞ্জন ভট্টাচার্য ও সম্পূর্ণা চৌধুরী জুটি ৪-২১ ও ৫-২১ পয়েন্টে পশ্চিমবঙ্গের মুসকান চ্যাটার্জি এবং সায়িকা সরকার জুটির কাছে পরাজিত হয়েছে।

ফিরে দেখা : ১৯৮৭ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ইডেনে রোমাঞ্চকর ফাইনালে

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর(হি.স.): এই প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপের আয়োজন করা হয় ইংল্যান্ডের বাইরে। আর এখান থেকেই শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের জয় যাত্রা। আর বিশ্বকাপ আসরের প্রথম হ্যাট্রিক মঞ্চায়ন করেন ভারতের চেতন শর্মা। আর এক আসরে সর্বোচ্চ ৯টি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ডও গড়েন ভারতের নবজোত সিং সিধু।

৮ অক্টোবর ভারত ও পাকিস্তানের ২১টি ভেন্যুতে শুরু হয় ওয়ানডে বিশ্বকাপের ৪র্থ আসর। রবিন রাউন্ডের এই টুর্নামেন্টে ৮টি দল অংশ নেয় দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে। গ্রুপ 'এ'তে ছিল স্বাগতিক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে। গ্রুপ 'বি'তে ছিল যৌথ-আয়োজক পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

৮ অক্টোবর পেশোয়ারের নিয়াজ স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের দুর্দান্ত সূচনা করে পাকিস্তান। কিন্তু, চিন্নাস্বামি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১ উইকেটে হেরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের শুরুটা ভালো হল না। তবে এরপর ভারতের জয়যাত্রা শুরু হয়। গ্রুপ পর্বের ৫টি ম্যাচে টানা জয় তুলে নিয়ে, সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা ভারতকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে স্বাগতিক কোটি কোটি সমর্থক। এদিকে সমান ৫ ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে গ্রুপ 'এ' থেকে সেমিফাইনালে টিকিট নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া দল। অন্যদিকে, গ্রুপ পর্বে টানা ৫ ম্যাচে জয় পাওয়া পাকিস্তান, শেষ ম্যাচে প্রাক্তন বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারলেও, গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই সেমিফাইনালে যায়। অন্যদিকে, দুটি ম্যাচে হারের তিক্ত স্বাদ নিয়ে সেমিতে ওঠা ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয় ভারত।কোনক্রমে সেমিফাইনালে উঠলেও ৫ নভেম্বর ওয়েংখেড়ে স্টেডিয়ামে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে মাঠে নামে মাইক গ্যাটিংয়ের ইংল্যান্ড। স্বাগতিক ৪৫ হাজার দর্শককে চোখের জলে ভাসিয়ে স্বাগতিকদের পেছনে ফেলে ফাইনালের মঞ্চে পা রাখে ইংল্যান্ড। এর একদিন আগে, লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে প্রায় ৬৬ হাজার দর্শককে হতাশ করে, সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ছিটকে পড়ে পাকিস্তান। ৮ নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সের প্রায় ৯৫ হাজার দর্শক সাক্ষী হলেন,বিশ্বকাপের সবচেয়ে জমজমাট ফাইনালের। টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা অজিরা ডেভিড বুনের ৭৫ রানের ওপর ভর করে ৫ উইকেটে ২৫৩ রানের সংগ্রহ করে। জবাবে, অ্যালেন ল্যাম্বের ৪৫ ও মাইক গ্যাটিংয়ের ৪১ রানের ওপর ভর করে জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও ইংলিশদের হাত থেকে ফসকে যায় ট্রফি। প্রথমবারের মত অস্ট্রেলিয়া শিরোপা জয়ের স্বাদ পায় অস্ট্রেলিয়া।

এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রান করেন ইংল্যান্ডের গ্রাহাম গুচ (৪৭১) আর সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছিলেন ক্রেগ ম্যাকডারমট (১৮)।

আগামীকাল কিংস কাপে ব্রোঞ্জ পদকের জন্য নামছে ভারত

চিয়াং মাই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কিংস কাপের সেমিফাইনালে অল্পের জন্য হার হয়েছে ভারতের। টাইব্রেকারে ভারত ৪-৫ ব্যবধানে হেরেছে ইরাকের কাছে। কিংস কাপে আগামি কাল রবিবার ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে নামছে ভারত। ২০১৯ সালে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত।

সে বার হারিয়েছিল আয়োজক থাইল্যান্ডকে। ভারত এ বার ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে খেলবে লেবাননের বিরুদ্ধে। ফিফা ক্রমতালিকায় লেবাননও এগিয়ে। এ বছর তাদের হারিয়েই ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। কিংস কাপে তারই পুনরাবৃত্তিতে নজর।

বলিভিয়াকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু ব্রাজিলের

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাতার বিশ্বকাপের হতাশা ভুলে পরের বিশ্বকাপে ভালো কিছু করার আশায় নতুনভাবে মিশন শুরু করেছে ব্রাজিল। নিজেদের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচে বলিভিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে সেলেসাওরা। শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে বলিভিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই শুরু করেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। জোড়া গোল করেছেন নেইমার জুনিয়র এবং রদ্রিগো গোজ। বাকি একটি গোল করেছেন রাফিনহা।

রাজ্য স্কুল অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। উদ্বোধন আগামীকাল। তিনদিনব্যাপী রাজ্য স্কুল অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার। মহকুমা অবস্থিত কমলপুর কলেজ মাঠে হবে আসর। শনিবার বিকেল ৩ টায় আসরের উদ্বোধন করবেন স্থানীয় বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অনাদি সরকার, চেয়ারপার্সন শম্পা দাস, সালেমা ব্লকের চেয়ারপার্সন সুজিত বিশ্বাস, রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সাধারন সচিব পাইমং মগ, ধলাই জেলা ক্রীড়া দপ্তরের সহকারি অধিকর্তা বিভাবাসু গোস্বামী প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে আসর। মহকুমার সহকারি ক্রীড়া আধিকারিক ধীমান বিশ্বাস আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন এবং আমন্ত্রণও জানিয়েছেন।

ছোটদের রাজ্য দাবা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। দু-দিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামীকাল। অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে। ইতিমধ্যে দুই বিভাগে প্রায় ২০ জন দাবাড়ু অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছে।

বিভিন্ন স্কুলে ষান্মাষিক পরীক্ষা থাকায় দাবাড়ুদের সংখ্যা কিছুটা কম বলে জানা গেছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে ৯ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। আসর পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবিটর প্রদীপ কুমার রায়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নয়াদিল্লিতে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৯।। নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত মণ্ডপম কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত জি-২০ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মিশর, মরিশাস, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর, স্পেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জি-২০ সংস্থাটিতে ১৯টি দেশ রয়েছে- আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুর্কিয়ে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। জি-২০ সদস্যরা বিশ্বব্যাপী জিডিপির প্রায় ৮৫ শতাংশ, যা বিশ্ব বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশের বেশি এবং বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার প্রায় প্রতিনিধিত্ব করে।১৯৯৯ সালে এশিয়ান আর্থিক সংকটের পরে অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য জি-২০ নামে একটি ফোরাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির প্রতিপাদ্য হলো -'বসুধৈব কুটুম্বকাম' বা 'এক পৃথিবী, একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যত'। এটি নেওয়া হয়েছে মহা উপনিষদের প্রাচীন সংস্কৃত পাঠ থেকে। মূলত, প্রতিপাদ্যটি সমস্ত জীবনের মূল্য - পৃথিবী গ্রহে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, অণুজীব এবং এবং বৃহত্তর মহাবিশ্বে তাদের আন্তঃসংযুক্ততাকে নিশ্চিত করে। ধারণাটি জীবন (পরিবেশের জন্য জীবনধারা) -এর সঙ্গে সম্পর্কিত, পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং দায়িত্বশীল পছন্দগুলোকেও পৃথক জীবনধারার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়ন ও উভয় স্তরেই তুলে ধরেছে। যা বিশ্বব্যাপী রূপান্তরমূলক কর্মের দিকে পরিচালিত করে। যার ফলে একটি পরিষ্কার, সবুজ এবং নীল ভবিষ্যত নিশ্চিত হয়। জি-২০ হলো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান ফোরাম এবং এটি সমস্ত প্রধান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ইস্যুতে বৈশ্বিক স্থাপত্য এবং শাসন গঠন ও শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯টি সদস্য দেশ তাই সর্বোচ্চ চারটি দেশ নিয়ে পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত। বেশিরভাগ গোষ্ঠী একটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত হয়, অর্থাৎ একই অঞ্চলের দেশগুলোকে সাধারণত একই গ্রুপে রাখা হয়। শুধুমাত্র গ্রুপ -১ (অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদি আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং গ্রুপ-২ (ভারত, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুর্কিয়ে) এই কাঠামো অনুসরণ করে না। গ্রুপ-৩ তে রয়েছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং মেক্সিকো; গ্রুপ-৪ এর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং যুক্তরাজ্য; এবং গ্রুপ-৫ -এ রয়েছে চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্র। প্রতি বছর একটি ভিন্ন গ্রুপ থেকে অন্য দেশ জি-২০ প্রেসিডেন্সি গ্রহণ করে। যদিও একটি গ্রুপের দেশগুলো তাদের গ্রুপের পালা হলে প্রেসিডেন্সি গ্রহণের সমানভাবে অধিকারী। ভারত, গ্রুপ-২ থেকে ২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জি-২০-এর বর্তমান প্রেসিডেন্সি ধরে রেখেছে। জি-২০ প্রেসিডেন্সি অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জি-২০ এজেন্ডা একত্রিত করার জন্য দায়বদ্ধ। ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান প্রেসিডেন্সি সদ্য অতীত এবং পরবর্তী আয়োজক দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি 'ট্রোইকা' সমর্থিত। ভারতের প্রেসিডেন্সির সময় জি-২০ ট্রোইকার সদস্যরা হলো- ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং ব্রাজিল। সদস্য দেশগুলো ছাড়াও, প্রতিটি জি-২০ প্রেসিডেন্সি অন্যান্য অতিথি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে (আইওএস) জি-২০ বৈঠক এবং শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

জি-২০ তে ভারত আমন্ত্রণ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা (জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক,বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা,বিশ্ব শ্রম সংগঠন, এফএসবি এবং ওইসিডি) এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে (এইউ, এইউডিএ-এনইপিএডি এবং আশিয়ান চেয়ার ছাড়াও আইএসএ, সিডিআরআই এবং এডিবি-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।শীর্ষ সম্মেলনে জি-২০ নেতারা অন্যগুলোর মধ্যে ডিজিটাল রূপান্তর, জলবায়ু অর্থায়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি), খাদ্য নিরাপত্তা, বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধান খুঁজে বের করবেন।নয়াদিল্লিতে এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিশ্ব নেতারা হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজ, নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবু, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা প্রমুখ।সামিটের ফাঁকে শেখ হাসিনা সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, রিপাবলিক কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল এবং আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো অ্যাঞ্জেল ফার্নান্দেজের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের সময়সূচিও রেখেছেন।

স্বামীর অত্যাচারে গুরুতর আহত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর।। কোথাও কোথাও অর্থের অভাবে মানুষ মনুষত্ত হারিয়ে নিম্ন কাজে লিপ্ত হয়, তৈরী হয় সাংসারিক জীবনে অচলাবস্থা, অস্থিরতা, হানাহানি ইত্যাদি।আজ এমন একটি ঘটনার সাক্ষী থাকলো বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ারস্থিত পূর্বপাড়ায়, এই এলাকার বাসিন্দা লক্ষণ পাল তার পরিবার পরিজনদের নিয়ে থাকেন, কিন্তু সেই সংসারে সীমাহীন অশান্তি, প্রায়ই লক্ষণ পাল তার স্ত্রীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে দেবার জন্য। আজ নির্যাতনের মাত্রা অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি হয় বলে জানায় মেয়ে,লক্ষণ পালের প্রথম বর্ষের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে পূজা জানায় আজ বিকেলে নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেই বাড়িতে তাণ্ডব শুরু করে বাবা ,মেয়ের কথা অনুযায়ী বাবা ঘরে ঢুকে প্রথমেই একটা ছুরি নিয়ে মাকে আক্রমণ করে বসে , এবং পরে লাঠি দিয়ে মাকে খুব মারে, বাবার অত্যাচারে মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে মাকে প্রথমে বিলোনিয়া হাসপাতালে এবং পরে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে, বর্তমানে মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অন্যদিকে বাবার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আজ বিলোনিয়া থানায় লক্ষণ পালের মেয়ে পূজা পাল বাবার নামে বিলোনিয়া থানায় একটি মামলা করে , মামলা করার পর সে বলেছে তার বাবার শাস্তি চায়, তার বাবার কারণে তাঁদের সংসারে চরম অশান্তি বিরাজ করছে, এমনিতেই আর্থিক টানাটানি চলছে তার উপর তার বাবার মানসিক নিপীড়ন তাদেরকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করছে,পড়াশুনা ঠিক ভাবে করতে পারবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পূজা।

পশ্চিম পিলাকে বাজারে বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ সেপ্টেম্বর।। ধনপুর ও বক্সনগর বিধানসভাকেন্দ্রে উপানির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীর জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে পশ্চিম পিলাক বাজারে এক বিজয় মিছিল সংগঠীত করাহয়। মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং সহ জোলাইবাড়ী বিজেপির অন্যান্য কর্মীসমর্থকরা দুই বিধানসাভাকেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেছেন। সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে দুই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। এইজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আজকে ডাক ঢোল বাজিয়ে বাজী ফুঁটিয়ে আবির খেলায় মাধ্যমে আনন্দে মাতোয়ারা হলেন জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই মিছিল শেষে অনুষ্ঠীত হয় এক বাজার সভা ও যোগদানসভা। এই যোগদানসভায় বিভিন্ন নদলত্যাগকরে ১২ পরিবারের ৪০ ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। দলত্যাগীদের হাতে দলিয় পতাকাদিয়ে বরন করেনেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। আজকের এই বাজার সভায় বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা রাজ্যসরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসন্মুখে তুলেধরেন তারপাশাপাশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের ও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারনোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধহন। আজকের এই মিছিল ও বাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি চাথই মগ, যুব নেতৃত্ব পুলক ভৌমিক , কৃষান মোর্চার মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত সহ অন্যান্যরা। একইদিনে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে গরে তুলতে ঠাকুরছড়া এলাকায় মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে এক সাংগঠনিক আলোচনাসভার আয়োজন করাহয়। আজকের এই আলোচনাসভার মাধ্যমে সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকরাহয়। অপরদিকে জোলাইবাড়ী বিজেপির যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরীর উদ্দ্যোগে বাইখোড়া বাজারে এক বিজয় মিছিল সংগঠীত করাহয়। আজকের এই বিজয় মিছিলে উপস্থিত বিজেপি কর্মীসমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

দুই গাড়ির সংঘর্ষে মহিলা সহ গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় বাইপাস রোডে শনিবার সকালে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মহিলা সহ দুজন গুরুত্ব ভাবে আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দুটি গাড়ি দ্রুত বেগে যাওয়ার সময় এই ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনা বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে স্থানীয়রা। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের অবসা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে সানান্তর করেন।জানা যায় শনিবার সকালে বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনায় অটোটি দুমড়ে মুচড়ে যায়।তাতে অটো গাড়িতে থাকা দুইজন ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছে।সানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।সঙ্গে সঙ্গে তারাই আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত একজনের অবসা আশঙ্কাজনক দেখে হাপানিয়া মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে সানান্তর করেন।আহতরা হলেন, লিটন দাস ও লিজা আক্তার।এদিলে ঘাতক থার গাড়ি চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ সেপ্টেম্বর।। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মিশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত এক আনন্দঘন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কুইজ প্রতিযোগিতা। সংবাদে প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ মিশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শনিবার তেলিয়ামুড়ার নেতাজিনগর স্থিত যুগর্ষী বাবা লোকনাথ সেবা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও এই দিন কচিকাঁচা শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ মিশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রিন্সিপাল তথা তেলিয়ামুড়ার বিশিষ্ট শিক্ষক হরেন্দ্র দেব, যুগর্ষী বাবা লোকনাথ সেবা মন্দিরের সম্পাদক সজল ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। শ্রীকৃষ্ণ মিশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয় লোকজন সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত কচিকাচাদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।।

বিপর্যয় মোকাবেলা নিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন গোটা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্তরে বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছেন। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোতে পাঠরত ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত সচেতনতার পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে প্রায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনের উদ্যোগ নজরে আসছে। এরকমই এক উদ্যোগের অংশ হিসেবে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে দুর্যোগ মোকাবেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার পাশাপাশি সমাজের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ইতিবাচক বার্তা দিতে এক কার্যকরী কর্মশালা আয়োজিত হয়। এই কর্মশালায় হাতে কলমে ভূমিকম্প, বন্যা সহ বিভিন্ন আকস্মিক দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হলে কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচানোর পাশাপাশি সমাজের প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গোটা প্রশিক্ষণ পর্ব তথা কর্মশালা ঘিরে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে উপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে দারুন ইতিবাচক আবহ পরিলক্ষিত হয়।

গোটা বিষয় নিয়ে মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে দাবি করা হয় আদতে যাতে করে দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হলে একদিকে সমাজ রক্ষা পেতে পারে , সচেতনতার রাস্তায় হেঁটে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হতে পারে তার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। আগামী দিনেও মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় এই রকমের কর্মশালা তথা প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে মহকুমা প্রশাসন সূত্রে।

উদয়পুর টাউন হলে মিশন মুকুল শীর্ষক একদিনের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর।। উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক, তেপানিয়া ব্লক বিদ্যালয় পরিদর্শক ও উদয়পুর পুরপরিষদের ইউ আর সি সহ মাতাবাড়ি ও কাকড়াবন সি ডি পি ওর অন্তর্গত ৩০৪টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ওয়ার্কার সহ এই দুইটি ব্লক ও ইউ আর সির অন্তর্গত বিভিন্ন স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক এবং টিচার ইনচার্জ গনের উপস্থিতিতে উদয়পুর জামতলাস্থিত টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত' মিশন মুকুল ২০২৩' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা। উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া, টেপানিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শক ভগন সিং মলসম ,মাতাবাড়ি ও কাকড়াবনের সি ডি পি ও যথাক্রমে প্রদীপ দেবনাথ ও রীতা চক্রবর্তী এবং উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সির সি আর পি অপুরাম সরকার। রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত' মিশন মুকুল ২০২৩' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালায় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ওয়ার্কার এবং প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক এবং টিচার ইনচার্জ গন কিভাবে সমন্বয় সাধন করে 'মিশন মুকুল ২০২৩' কিভাবে বাস্তব রূপ দেবেন এবং প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নিপুন করে তৈরী করা যায় সে বিষয়ে উল্লেখিত ব্যক্তিরা বিস্তারিত উল্লেখ করেন। আগামী মঙ্গলবার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ওয়ার্কাররা নিকটবর্তী দেড় কিলোমিটারের মধ্যে একটি স্কুলে তাদের নোডাল স্কুল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেনএবং একটি নোডাল স্কুলে সর্বাধিক তিনটি অঙ্গনওযড়ি সেন্টার যুক্তহতে পারবে। তিন বা তা, কম শিক্ষক যুক্ত নোডাল স্কুলে সর্বাধিক ৫০জন শিক্ষার্থী অন্তর্ভূক্ত হবে। সপ্তাহের লেসনপ্লেন নিয়ে শিক্ষার্থীদের টিচিং মেটেরিয়্যাল ব্যবহারের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন।

প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা থানার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।কারন যাদের হাতে এই দায়িত্ব ন্যাস্ত তারাই বাড়তি ইনকামের নেশায় আচ্ছন্ন। তাদের এই বাড়তি ইনকামের নেশায় নেশা কারবারি একপ্রকার বুকফুলিয়ে নেশার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বপ্নের বিশালগড়কে নেশা মুক্ত করতে বিধায়কের কড়া বার্তায় কর্ণপাত করতে নারাজ বিশালগড় থানার এ এস আই প্রদীপ নট্ট।বিশালগড় থানার এ এস আই প্রদীপ নট্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। আজ রাজ্যে এ বছরের তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালত ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে সরকারি ছুটির দিনে এই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই লোক আদালতে মোট ৭১ টি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। তাতে নিষ্পত্তি জন্য ১৫,৬৩৭ টি মামলা নেওয়া হয়েছিল। ওই মামলাগুলির মধ্যে বকেয়া মামলা ৮১৭০টি এবং বিচারাধীন মামলা ৭৪৬৭টি ছিল। আজ লোক আদালতে ৩৫৯৬ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তার মধ্যে বকেয়া মামলা ২৭৬৯ টি এবং বিচারাধীন ৮২৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। আজ মোট ৪ কোটি ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৫০ টাকা আদায় হয়েছে।

এই জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা, ভোক্তা আদালত সংক্রান্ত মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের মামলা (যার মধ্যে আছে এমভি অ্যাক্টের মামলা, টিপি অ্যাক্টে মামলা, টিজি অ্যাক্টে মামলা এক্সাইস মামলা প্রভৃতি), বৈবাহিক বিরোধের মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত (এনআই অ্যাক্ট) মামলা, অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলা এবং চাকুরি সংক্রান্ত মামলা শুনানির জন্য তোলা হয়েছিল।

রাজ্যে এনসিসি'র ব্যবস্থাপনা দেখলেন উত্তরপূর্বের সহ অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে এনসিসির কাজকর্ম আরো শক্রর অভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য এনসিসি কর্মকর্তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। শনিবার কলেজ টিলাস্থিত এনসিসি ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এন সি সি -র এডিশনাল ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল গগন দীপ। তিনি শুক্রবার রাজ্যে দুদিনের সফরে এসে এনসিসি -র ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন।এদিন বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের সাব ইউনিটের পক্ষ থেকে এনসিসি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এডিশনাল ডিরেক্টর মেজর জেনারেল গগন দীপকে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, রাজ্যে এন সি সি -র মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ আরো কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সে বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকের সাথে আলোচনা করেছেন। আরো বলেন, কলেজগুলির মধ্যে এনসিসি কিভাবে চলছে সেই বিষয়ে তিনি চাক্ষুষ করতে এদিন সরেজমিনে পরিদর্শনে এসেছেন।

পাশাপাশি তিনি জানান ত্রিপুরায় এনসিসি ফেস্টিবলের আয়োজন করা হবে। প্রথমবার রাজ্যে হবে এই ফেস্টিবল। এই এনসিসি ফেস্টিবলের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত কলেজের এনসিসি -র ছাত্রছাত্রীরা এসে তাদের প্রতিভা তুলে ধরবে বলে জানান তিনি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এন সি সি -র এডিশনাল ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল গগন দীনের সফরকে কেন্দ্র করে এদিন ছোট পরিসরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীর আধিকারিক ও কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে এনসিসি -র দায়িত্বে থাকা কর্মীরা।

আমরা বাঙালীর মিছিল, গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা সহ বাঙ্গালীদের অধিকার কখনো রাখার দাবিতে আমরা বাঙালি দল শনিবার রাজধানীর আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে এবং গণ অবস্থান সংগঠিত করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষাতে অন্তর্ভুক্ত করা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা সহ বিভিন্ন দাবিতে আমরা বাঙালি দলের গণঅবস্থান এবং রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। এদিন গণঅবস্থানের আগে আগরতলা শহরে একটি মিছিল সংঘটিত হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে এসে শেষ হয়।তারপর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন সংলগ্ন থানে গণঅবস্থানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল। তিনি এদিন দাবি গুলি উত্থাপন করে বলেন, বাংলা ভাষা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষা। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের পর বাংলা ভাষার স্থান। কিন্তু সেই জায়গাতে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বাংলা ভাষাকে জাতীয় শিক্ষা নীতি থেকে বাদ দিয়েছে সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে।

এতে করে আগামী দিন বাঙালি জাতির পরিচয় মুছে যাবে। বাঙালি জাতির অধিকার বিপন্ন করতে এটা এক প্রকার ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন তিনি। আরো বলেন, যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে আজ গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তারা দেশ ভাগ এবং স্বাধীনতার সময় বলি হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার পর থেকে বারবারই অধিকার হারিয়েছে বাঙালি। এখন যদি ভাষার অধিকারটা পর্যন্ত হারিয়ে যায় তাহলে জাতীয় পরিচিতি বিলুপ্ত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন আমরা বাঙালি রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল। বাঙালিদের ভাষা এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির রক্ষার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় সরকারকে কালো কানুন প্রত্যাকার করে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি। অন্যথায় আমরা বাঙালি দল জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে এদিন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।